ব্রহ্মাণ্ডমাহাত্ম্য কাব্য।

প্রথম কল্পনা

তিলোত্তমা।

পৌরাণিক আদর্শ

প্রণেতা ও সত্ত্ববান
শ্রীবিহারী লাল বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগধর্ম্ম ক্রম স্থকুগত আরামদান ভ্রম প্রমাদ প্রশ্রয়ে, অধুনা প্রায় গৃহে গৃহে অলৌকিক কর্ম্ম সাধক রাষ্ট্রীয় আরামাধিপত্য প্রথায়, অধিপাধিক্য স্বত্বেও, দেস্ফুবিভ্রাটে সদনুষ্ঠানোচিত সাময়িক অনুকম্পাভাবে, পৃষ্ঠপোষণে ব্যতীপাত বশতঃ, সমধিক পত্র বিকশিতা না হইয়া কদারাম ক্ষুব্ধাচ্ছায়ময়ী তিলো-ত্তমার দ্বিস্তত্ব ঘটায়; উচ্ছ্বাস মস্ত্য দেবতরু দুর্ম্মুখপ্রিয় গুণগ্রাম রামচন্দ্র অথবা সুবাহুর অযথা বর্জ্জনাপরাঙ্মুখতা বৃন্তে সহিষ্ণু দুরন্তত্ব কীর্ত্তনোপযোগী উপমা-বিকাশে লব্ধকাম গৃহারামের ঘাইট বাড়ি ত্রুটিসঙ্কটে প্রাধ্য ক্ষমীস্থিরাশে আভোগমাত্র লাভমত অর্থের ও যুগপৎ মহা খেচর বৈচিত্র্য অর্থাৎ মহার্ঘতা ঘটিল।

এ কান্তীকে, না, মান্দ্য,
কাকলী গরব, সু,
ব্য র্থে, সে, কাল বর,
বৃ থা গে লা, কু, মা ঙ্গি,
ক্ষ ণে স্ত্রী তে, সে, বাণী;
শ্রী হাসে, সু, শ ব দে,
বি ত রি লা ভৈ র বী,

এবে তেই, সু, ছান্দ্য,
কা ছে এ র, না, বসু,
ব্যয়িয়া, কল স্বর,
বৃ ন্তে, সে, লাজ ভাঙ্গি,
ক্ষমা রীতি প রা ণী,
শ্রী হা র, ক ণ্ঠে ম দে,
বি কা শে, কা ব্যা টী।

"That is why Solomon says that 'a fool's eyes are in the ends of the earth,' * * * * ."

Kingsley.

প্রথম সংস্করণ

উত্তরপাড়া।
উত্তরপাড়া "মিনার্ভা প্রেসে" শ্রীপ্রিয় নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত,
১২২ নং গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড।
১৩০৭।
মূল্য ৸৹ বার আনা।

ব্রহ্মাণ্ড মাহাত্ম্য কাব্য।

প্রস্থারম্ভ
ও
মঙ্গলাচরণ

ব্রহ্মাণ্ড মাহাত্ম্য বর্ণন অতীব মহদ্ব্যাপার। ব্রহ্মাণ্ড কি এবং তাহার স্রষ্টাই বা কোন্ অদ্বিতীয় শক্তিমান মহা বিরাট তদালোচনা করা মমসম দরিদ্র হৃদয়ীর পক্ষে এক প্রকার আকাশ কুসুম প্রায় দুরাশা বা ভ্রান্তি মাত্র। তবে যিনি যাহাতে ব্যস্ত চিত্ত তিনি তাহার সম্ভাবিত মর্ম্ম অন্ততঃ কল্পনায়ত্ব করিতে পারেন। অতএব বলা বাহুল্য যে আমি কেবল চিত্ত বলেই ঈদৃশ মহৎ উদ্দেশ্যে কৃত সঙ্কল্প হইয়া অজ্ঞতা স্বত্বে ও উদ্দেশ্য বলন গ্রন্থাবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু দরিদ্র হৃদয়ে মহৎ উদ্দেশ্য উদয় হইলে তৎসম্পাদনার্থে লীলাময়ী বামঃ ভিক্ষ. সমা ভিক্ষার প্রয়োজন হয় বটে কিন্তু আধুনিক বাণ্য জগতে ভিক্ষা যেন এক প্রকার অধর্ম্মের ভোগ বা সর্ব্বাধমের নীচ বৃত্তি। কারণ পুণ্যময়ের কৃপা ভিক্ষা ভিন্ন ভিক্ষা দানবাগ্রহণে পাপ বিনা পুণ্য বা মহত্ত্ব কখনই সম্ভবেনা, নতুবা ভিক্ষার কুহক কাহাকেও বলি বা শিব সম জগতের আত্মীয়তা এবং যত্ন ভ্রষ্ট অথবা কি যেন এক মহা দায়ে দায়ী করিতে কখনই সমর্থ হয় না। অধিক কি এ লীলা যেন মনুষ্যের পক্ষে নয় বলিয়া অনেক স্থলে প্রতীয়মান হয়। তাহাতে আবার মনুষ্যের চরিতাখ্যায়ক দিগের মতে দু কু প্রকারের মনুষ্য থাকা প্রযুক্ত কেহবা হয়ত প্রকৃতই মুক্তহস্ত এবং কেহবা হয়ত এতাদৃশ অর্থান্তরকারী অমার্জ্জিত নির্ম্মম বর্ণচোরা যে রূপান্তরে নিম্নোল্লিখিত পদাবলীর থরকারী পদহর ধৃষ্টবুদ্ধিধর কাব্য কাক বা কপিধ্বজ কার্ত্তবীর্য্যবৎ অর্থাৎ

শ্রী প! হ'য়ে ভ্রষ্টশ্রী শ্রী দা আরাম অশ্রী
সুখী যায় বিমর্ষী সুচিরে আশ্রা ভাবি
রমা দানার্ণে মহা রহি যথা অবহা
মথিব মথিব হা মন্দর সুরাচারী
গিরি কন্যা মেখলা গিয়া কর্ণে কাহলা
নীরোদ্ভবা কমলা নীবাকে মাগি স্থল
দেহ ভাগ্যাশ্রা তব দেশাধিপ গরব
বী ক্ষ বা কত হব বীত শ্রী ভাগে নিন্দ্য

এবম্প্রকার প্রার্থনায় মথিব পদ মন্বিব করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া দুর্জ্জের কাম্যাদাতা প্রায় উপকারী হওয়া দূরে থাকুক বরম তাহাকে জন্ম ব্যর্থ কঅহিত বা কৃত্রিম কাড়াহস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। এমন কি ঈদৃশ হস্ত শ্রেণী ভিক্ষাতেও আত্মার স্থিরতা হইতে দেয়না কেবল যেন কৃত্রিম জগতেরই স্পর্দ্ধা বর্দ্ধন করে। কিন্তু পরপুষ্টের ভিক্ষাই আশ্রয় বা বহুদর্শীর

অব্যাহিত বিধান। অথচ প্রবাদ আছে যে ভাগ্যলক্ষ্মী বাণিজ্য বিনা ভিক্ষা বাসিনী নহেন। এবম্বিধ কারণে উপায়ান্তর ব্যাপন্ন হইয়া স্থির করিলাম যে উদ্দেশ্যহত দুঃস্থ সমাচারদাতা সদৃশ প্রতিনিয়ত ভ্রষ্ট শ্রী দুঃখ পরিচায়ক আবেদক প্রায় বঞ্চন ছিদ্র পূর্ণ দুঃখ সঞ্চয় করা অপেক্ষা উদ্দেশ্য ব্যাপারে স্বচিন্ত্য এবং স্বাবলম্বী হইয়া ভাগ্যোদয় প্রথাবলম্বনীয় লোক-রঞ্জনোপযোগী মতে পুস্তক প্রণয়ন পূর্ব্বক গ্রাহকবৃন্দের ঔৎসুক্য চরিতার্থে মুদ্রাঙ্কন অতএব তজ্জনিক শ্রম ও ব্যয়-পোষক বিনিময় প্রার্থী রূপ বিপ্রকুল গরিমা অর্থ ও উদ্ধার ভিক্ষাজীবী হইলে নিশ্চয়ই অধর্ম্ম ভোগী হইতে হইবেনা অথবা তাহার স্বল্পাস্বল্পতা বশতঃ কখনই উপাত্যয় সম্ভবিবেনা পরন্তু তাহা সর্ব্বতোভাবেই শ্রেয়। তজ্জন্যই অভাব মোচনীয় ইদানীন্তন লোকাভিলষিত সর্ব্বীয় পাঠোপযোগীদৃশ্যকাব্যাকারে কল্পিতপুস্তক খানি প্রণীত হইল। কিন্তু বস্তুতঃ পৌরা-ণিক কল্পনাপেক্ষা মনোরম আর কিছুই সম্ভবেনা। ইহাতে যাহার যেরূপ আস্থা থাকুক তথাপি পবিত্র কল্পন কদাপি অপ-বিত্র হইবার নহে। মহাভারতোক্ত সুর বা দেবগণের ক্ষীরোদ মন্থন, শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ এবং মহাদেবের কল-ঙ্কোৎপত্তি, মৎস্যগন্ধা বা দ্রোণাচার্য্যের জন্ম কথন অথবা মাণ্ডব্য মুনির পতঙ্গ লীলা পাঠ করিলে সহসা প্রণেতাকে বাল্য স্বভাব দোষে দোষী মনে হয় বটে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদি প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাসের বিরাট সৃষ্টি প্রকরণ বিবৃতি অভিপ্রায় কিছুতেই কলঙ্কিত হইবার নহে, বরম্ প্রকাশ পায় যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিবর্গকে সৃষ্টি সম্বন্ধে দৈহিক এবং এবং মানসিক উন্নত করাই মহাভারতের মুখ্য উদ্দেশ্য। অতএব বলা বাহুল্য যে আমিও ব্রহ্মাণ্ড মাহাত্ম্য বর্ণন বোধ সৌ-কর্য্যার্থে সেই উদ্দেশ্যের অনুকরণকরিয়া আত্মোন্নতির নিমিত্ত ৺ কাশীরাম দাস প্রণীত উক্ত মহাভারতের প্রামাণ্য মর্ম্মো-দ্ধার পূর্ব্বক এই ব্রহ্মাণ্ড মাহাত্ম্য কাব্যখানি স্তবকত্রয়ে উপরোধ মত রচনা করিয়া নাস্তি বিকার নিরঞ্জন চেতক তমস্বী মহে-শ্বর অধিমাত্র বা অধ্যূঢ় পরমেশ্বর-ভগবান মহাবিষ্ণু নিঃসৃত ব্রহ্মাণ্ডের বা তদুদ্ভব প্রতিমূর্ত্তিত্রয়-তমোগুণ, ব্রহ্মা, এবং বিষ্ণুর অথবা ক্রমান্বয়োৎপন্ন ব্রহ্মাদ্য সমূহের সঙ্গত সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বলিত জীবময় তেত্রিশ কোটী দেবতান্তর্গত সর্ব্বঘটস্থিত কাম, সম এবং হর্ষের সৃষ্ট্যুপযোগিনী জীব-গতা রতী, প্রাপ্তি এবং নিন্দার অব্যর্থ সহবর্ত্তিনী শক্তি অথবা যথাসম্ভব লয় সৃষ্টি এবং স্থিতি প্রকরণ, অতএব তদানুষঙ্গিক আলোচ্য কল্পনা প্রসঙ্গে তিলোত্তমা, সাবিত্রী এবং দ্রৌপদীর হৃদয়গ্রাহী চরিত্র বর্ণন করিয়া কলুষ ভ্রম ভ্রষ্ট হৃদয়ে সদাশা উদয়ার্থে অথবা আবাল বৃদ্ধ বনিতাদিগের রুচি পরিতৃ-প্তার্থে যত্নবান হইয়া যথাসম্ভব ঐশ্বরী কল্পন অর্থাৎ উক্ত মহাভারতের শান্তি এবং সভাপর্ব্বোক্ত অহম ময় ভগবানাখ্যা

জয় জয় জগন্নাথ ত্রিদশ ঈশ্বর
জগতে নিবাসী জয় জগতের পর

অপার মহিমা তব দিতে নারি সীমা
শিষ্টের পালন দুষ্ট ভঞ্জন গরিমা
সৃজন পালন অংশ সংহার প্রকৃতি
অখিল কারণ জয় অখিল বিকৃতি

এক আত্মা জগতের এক নারায়ণ
আত্ম তুষ্ট হৈলে তুষ্ট ব্রহ্ম সনাতন

শরীরেতে আত্মারূপেস্থিত জনার্দ্দন
তপঃ ব্রত ফলে তার কোন প্রয়োজন
সর্ব্বত্র ঈশ্বর স্থিত সমভাব করি
ছোট বড় যত সব আত্ম ভাব ধরি
সকলের আত্মা হয়ে এক ভগবান
কার শত্রু মিত্র নন সর্ব্বত্র সমান

তোমার মায়ায় বদ্ধ সব চরাচর
ত্রিগুণ ঈশ্বর তুমি প্রকৃতির পর

অনন্ত তোমার রূপ গুণ জাতি হীন
গুণেতে বর্জ্জিত তুমি গুণেতে প্রবীণ
জ্ঞানের স্বরূপ তুমি তুমি মায়া ধর
নির্ম্মায়া নির্মোহ তুমি মায়ার ঈশ্বর
তোমা বিনা আর কিছু নাদেখি সংসার
আত্মা রূপে সর্ব্ব ভূতে করহ বিহার
অন্তরীক্ষ নাভি তব পাতাল চরণ
আকাশ মস্তক তব অরুণ লোচন
দশ দিক শ্রোত্র তব শশী বামেক্ষণ
তোমার শরীরে ব্যাপ্ত চরাচরগণ

নমস্তে ঋষভ যোগ মার্গ বিচারণ
নমো পৃথু কলেবর পৃথিবী ধারণ
নমো ধন্বন্তরি কায় অমৃত হরণ
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুর মোহন

এবং

সদয় হৃদয় তুমি সেবক রঞ্জন
দুর্ব্বলের বল গর্ব্বী গৌরব ভঞ্জন

অনাথের নাথ তুমি হিংসকের অরি
ধর্ম্মের পালন হেতু মর্ত্ত্যে অবতরি
কে বর্ণিতে পারে গুণ বেদে অগোচর
সদা ধ্যান যোগে যাঁরে না পান শঙ্কর

ঈদৃশ ভগবানের দ্রোণপর্ব্বোক্ত অগোচর তপস্বী মূর্ত্তি, ক্ষীরোদরেতাঃনিদ্রাকৃষ্ট বিলাস বা তমোঘ্ন মূর্ত্তি, তদপদ্মাসন স্রষ্টা বা ধাতা মূর্ত্তি ও পাতা বা বিষ্ণু মূর্ত্তি তন্মধ্যে আদি ও বন পর্ব্বোক্ত আধেয় বা প্রকৃতিস্থ ত্রিধা স্বভূর স্বাকৃতি তপস্যার কারণ এবং তমোঘ্ন ও ধাতা মূর্ত্তি ভিন্ন বিষ্ণু মূর্ত্তি উপাসনার সার্থকতা প্রযুক্ত মুষল পর্ব্বোক্ত বিলাস অথবা সৃষ্টি লীলা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ অবতার এবং তাঁহার ভক্তির স্থান অন্তর উপলব্ধি করিয়া উদ্যোগ ও নারী পর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যা

নিবারণ যোগ্য নহে কিসের কারণ
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ নারায়ণ
শ্রীকৃষ্ণ বলিল পার্থ কহি তব স্থান
চারি মূর্ত্তি মম তুমি জানিবা প্রধান
এক মূর্ত্তি তপস্যা করয়ে অনুক্ষণ,
আরমূর্ত্তি ত্রিভুবন করয়ে পালন
আর মূর্ত্তি ধরি পার্থ সৃষ্টি করি আমি,
অস্ত্র রূপে এক মূর্ত্তি সংহারের স্বামী।

ক্ষীরোদ সাগর জলে নিদ্রাকৃষ্ট কুতূহলে
নাভি পদ্মে সৃজিলেন ধাতা।
ত্রিভুবনে করি সৃষ্টি করিল পীযূষ বৃষ্টি
করিলেন সৃষ্টি বেদ মাতা॥
মুখচন্দ্র যাঁর দীপ্ত ত্রিভুবনে তাহে তৃপ্ত
চন্দ্ররূপে ভুবন প্রকাশ।
স্থিতি যাঁর অন্তরীক্ষে শূন্য ভরে দুইপক্ষে
নিজগুণে তম হয় নাশ॥
তন্মধ্যে স্বাকৃতি তপস্যার কারণ

পুত্ররূপে জন্ম হয় ভার্য্যার উদরে,
শাস্ত্রেতে প্রমান আছে জানে চরাচরে।
ও
পুত্ররূপে জন্মে লোক ভার্য্যার উদরে,
সেই হেতু জায়া বলি বলয়ে ভার্য্যারে।
এবং
প্রভঞ্জন নামে ছিল মম পূর্ব্ব বংশে,
পুত্র বাঞ্ছা করি রাজা সেবিল মহেশে।
প্রসন্ন হইয়া বর দিলেন ঈশ্বর,
তব বংশে হবে রাজা একই কোঙর।
কুল ক্রমে এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহিবে,
যে পুত্র হইবে সেই রাজত্ব করিবে।
পূর্ব্বেতে এমত বর দিলেন ধূর্জ্জটি,
পুত্র না হইল মম হইল কন্যাটি।
ও
কুম্ভকর্ণ দুরন্ত জানিয়া পদ্মযোনি,
নিজ সৃষ্টি রাখিবারে চিন্তিলা আপনি।
দুষ্টা সরস্বতী দেবী বসাইলা মুখে,
মাগিল নিদ্রার বর পরম কৌতুকে।
ভিন্ন
বিভীষণ কহে অন্য বরে কার্য্য নাই,
বিষ্ণু ভক্তি আজ্ঞা মোর করহ গোসাঞি
কদাচিৎ নহে যেন অধর্ম্মেতে মতি,
তুষ্ট হয়ে তথাস্তু বলিয়া প্রজাপতি।
আমি তোরে তুষ্ট হয়ে দিনু এই বর,
ধর্ম্ম কর চারি যুগ হইয়া অমর।
প্রযুক্ত
নমস্তে কমলাকান্ত বিশ্বরূপ ধারী,
নমস্তে ক্ষীরোদশায়ী মধুকৈটভারি।
নির্লেপ নিগূঢ় নিরাকার নিরঞ্জন,
অনন্ত আকার বিশ্বরূপ সনাতন।
সত্ত্ব রজ তমো গুণ এ তিন প্রকার,
লীলায় করহ সৃষ্টি লীলায় সংহার।

চন্দ্র সূর্য্য আকাশ পৃথিবী জলনিধি,
পবন বরুণ ইন্দ্র গঙ্গা নদ নদী।
সকল তোমার অঙ্গ কেহ ভিন্ন নহে,
আত্মারূপে তোমার বিলাস সর্ব্ব দেহে।
তোমার অপার লীলা কে বুঝিতে পারে।
আপনি করিলা লীলা দানব সংহারে।

চরাচর সর্ব্ব ভূতে বিশ্ব সেই জন,
পরমাত্মা রূপে সেই ব্রহ্ম সনাতন।
ও
ভক্তের অধীন সেই প্রভু নারায়ণ,
ভক্তি যোগে পাই সেই প্রভু দরশন।
এবং
নিকটে থাকিতে তাঁরে যত ভক্তি ধরে,
দশ কোটি ভক্তি হয় থাকিলে অন্তরে।
উপলব্ধি করিয়া
কি জানি তোমার স্তুতি আমি হীন জ্ঞান,
ব্রহ্মাদি করেন যাঁরে যোগবলে ধ্যান।
তুমিহ প্রকৃতিপর দেব নিরঞ্জন,
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে হৃদয় রঞ্জন।
শিষ্টের পালন তুমি দুষ্টের সংহার,
এই হেতু জগৎপতি সুআখ্যা তোমার।

দেবতা তেত্রিশ কোটি কৃষ্ণ পৃষ্ঠদেশে,
নাভিপদ্মে পিতামহ আছেন বিশেষে।
ও
তোমার মহিমা দেখ পুরাণে বাখানে,
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার বচনে।
তোমার আজ্ঞায় চন্দ্র সূর্য্যের উদয়,
তুমি এক অনেক আপনি গুহাশয়।
নিরহ নির্গুণ তুমি সবাকারোপর,
বিহার কারণ তুমি ধর কলেবর।
তুমি মন্ত্রী প্রাণী মন্ত্র এতে নাহি আন,
জীবন মরণ তুমি দেব ভগবান।

সকলি তোমার মায়া তুমিই প্রধান,
গুণ দোষ ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমি ভগবান।
থাকিয়া প্রাণীর ঘটে যা বলাও যারে,
প্রাণী করে সেই কর্ম্ম দোষ কেন তারে।

বিধির বিধাতা তুমি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়,
ভাণ্ডিতে নারিলে মোরে শুন মহাশয়।

তোমা হৈতে আসে প্রাণী তোমাতে মিলায়
বিধাতা করেন সৃষ্টি তোমার কৃপায়।
আপনি পালন সৃষ্টি কর সবাকার,
তোমার আজ্ঞায় শিব করেন সংহার।
তুমি সৃষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারণ,
তুমি ধাতা তুমি কর্ত্তা তুমি পঞ্চানন।

তুমি ধর্ম্ম তুমি ক্রিয়া তুমি ধ্যান যোগ,
যেমত যাহারে তুমি করাইলে ভোগ।

অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে,
এ তিন ভুবন আছে যাঁহার শরীরে।
এবং বিরাট ও আদি পর্ব্বোক্ত বিরাট প্রকরণাখ্যা
ভগীরথ ভগে ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগে
দ্রোণিতে হইল দ্রোণ।
অঙ্গী কলা নিধি, যে বাক্যে জলধি
পাইল কটুত্ব লোণ॥

ও

ব্রহ্মাণ্ড বলি যে এক চতুর্দ্দশ লোকে,
বিরাট পুরুষ ধরে এক লোম কূপে।
তিল অর্দ্ধ কোটি যেব্রহ্মাণ্ড ধরে গায়,
এমন বিরাট যার নিশ্বাসে পলায়।
সেই প্রভু আপনি গোপাল অবতার,
মায়াতে মানব দেহ দেখ নরাকার।
লীলায় হইল যার চরাচর জন,
নাভি কমলেতে সৃষ্টি করিল সৃজন।

ললাটে জন্মিল ধাতা চক্ষুতে তপন,
মনেতে জন্মিল চন্দ্র নিশ্বাসে পবন।
কৃমি কীট পর্য্যন্ত যতেক মহীপাল
সর্ব্বভূতে মায়ারূপে আছয়ে গোপাল
হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পুরুষ সনাতন
সেই সে মস্তকে বন্দে গোপাল চরণ
পঞ্চ মুণ্ডে অনুক্ষণ প্রণমে মহেশ
চারি মুণ্ড বিধাতা সহস্র মুণ্ড শেষ
হেন জনে প্রণমিতে আমি কি যে জানি
অজ্ঞানেতে হেন কথা কহ নৃপমণি

ব্রহ্মার মানস পুত্র হইল ছয় জন,
ছয় জন হৈতে শুন জন্মে ত্রিভুবন।

ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম্ম মহাশয়,
দশকন্যা দক্ষের করিল পরিণয়।
কীর্ত্তি লক্ষ্মী ধৃতি মেধা পুষ্টি শ্রদ্ধা ক্রিয়া,
বুদ্ধি লজ্জা মতী এই বংশ দশ প্রিয়া
তিন পুত্র ধর্ম্মের শুনহ তার নাম,
সর্ব্ব ঘটে স্থিতি তাঁর সম হর্ষ কাম
কামের বনিতা রতী প্রাপ্তি পতি সম।
হর্ষের রমণী নিন্দা এই তোর ক্রম।
অতএব কাম, সম এবং হর্ষময়ী ঋষভীর
অথবা ভবানী ভগবতী প্রকৃতিদেবীর আদি
পর্ব্বোক্ত সহবর্ত্তিতা অর্থাৎ রতী শক্তি,
প্রাপ্তি মুক্ততা এবং নিন্দা বা কলুষ ভ্রমাখ্য
গুপ্তেতে কহেন সব ভদ্রার চরিত্র,
রতি বলে ঠাকুরাণী এ কোন বিচিত্র।
জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী পার্থ গর্ব্ব করে,
অস্থি চর্ম্মা অনাহারী পারি বুঝিবারে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন অজ্ঞ সহজে স্ত্রীজাতি,
কোথা পাইবেক জ্ঞান তোমার যেমতি।

এবং

শুনিয়া বচন মুনি করেন প্রবোধ,
পূর্ব্বাগর আছে বাপু না করহ ক্রোধ।
যার যারে ইচ্ছা ভুঞ্জে সে তারে বিহার,
নাহিক বিরোধ হেন সৃষ্টি বিধাতার।
অথবা সাধারণ প্রকৃতি বা মায়াময়তা;
বিবাহের কালে সর্ব্বধন অপহারে
কৌতুকেতে আর নারী সহিত বিহারে
প্রাণের সংশয়ে যদি মিথ্যা কেহ কহে
এই পঞ্চস্থানে মিথ্যা পাপ হেতু নহে

বা

কৃষ্ণ বলেন আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির
ভক্তেরে বিক্রীত দেবী আমার শরীর।
কিম্বা বিরাট পর্ব্বোক্ত প্রকৃতি বা শক্তি
বিচলিত পৌরুষের বা যথেচ্ছ বিহার
অথবা তদসংযমিত ক্লীবত্ব
অর্জ্জুন বলেন আমি এসব না জানি
নৃত্য গীত জানি আর তাল বাদ্যধ্বনি
কভু আমি নাহি দেখি সমর কেমন
শুনিয়া বলিলা তবে বিরাট নন্দন
নর্ত্তন গায়নে তুমি সকলেতে খ্যাত
সৈরিন্ধ্রীর মুখে তব গুণ অবগত
সৈরিন্ধ্রীর বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন
উঠ শীঘ্র মম রথে কর আরোহন

বা

কুন্তী মাদ্রী আমার যেমন শচীরাণী
ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠেতে জানি
আপনার বংশাবলী জানহ আমারে
লজ্জা পায়ে উর্ব্বশী কহিল আর বারে
যজ্ঞব্রত ফলে তব যত পিতৃগণে
ইন্দ্রের ভুবনে আসি থাকে হৃষ্টমনে
সবে মম সহ করে রতি ব্যবহার
কেহ নাহি করে হেন তোমার বিচার

অথবা

কহিল আমার শাপ নহিবে লঙ্ঘনে
বৎসরেক ক্লীব হবে বিরাট ভবনে।
এতদ্ভিন্ন ক্লীবত্বীর পরিবর্ত্তন ও শ্রুতমশ্রুত
সম্বন্ধে ভীষ্ম ও বিরাট পর্ব্বোক্ত প্রথাখ্যা
দ্রুপদের পুত্র যে শিখণ্ডী নাম ধরে
মহাবল পরাক্রমে তৎপর সমরে
পূর্ব্বে নারী ছিল সে পুরুষ হয় পাছে
শুনিয়াছি দৈবের বিপাক হেন আছে।

ও

শ্রুতমাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার
সাধুজন চরণেতে বিনয় আমার
সাধুজন গুণকথা সর্ব্বলোকে কয়
গুণ বিনা অপগুণ সাধু নাহি লয়
অতএব ভরসা আমার সাধুজনে
মূর্খজন জানি ক্ষমা দিবা নিজগুণে
কাশীরাম দাস কহে সাধুজন পায়
পাইব পরম পদ যাহার সহায়

ইত্যাদি বিবৃত করিয়া কল্পনাগতা অখিলমূর্ত্তা ক্লীবত্বী পরিবর্ত্তিত অধিমাত্রের অথবা প্রকৃতি পর শক্তিগর্ভ জগৎপাতা জগদীশ্বর ভগবান্ মহাবিষ্ণুর কৃপা সম্ভব কাব্যভাগধৃৎ হইয়াছি। এক্ষণে প্রার্থনা যে এই কাব্যখানি আবেদন বোধে ছিদ্রাবলোকিত না হইয়া বিদ্যানুরাগী ব্রহ্মাণ্ডাদ্যন্তব স্পৃহ সাধুদিগের সদ্ব্যবহার বশতঃ শুভোপকার বা পুণ্যার্জ্জন জন্য হইলে শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব নিবেদন ইতি—

উত্তরপাড়া
ভাদ্র, ১৩০৬ } কর্ত্তব্য বিমূঢ় স্তবক

শ্রীবিহারী লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথম স্তবক।

প্রথম বিকাশ।

নমি ব্রহ্মময়ে যিনি অনাদি প্রভূত,
সর্ব্বময়, সৃষ্টিকর্ত্তা, জগত সূত্রক,
মহাবীর্য্য-বিশ্বম্ভর নাভিজ লোকেশ,
জীব স্রষ্টা, সত্ত্বময় হংসগ বিধাতা,
পদ্মপাণি, চতুর্মুখ, আদিক আত্মভূ,
সৃষ্টিমজ্জা, চিন্তামণি, ব্রহ্মাণ্ড সম্ভব,
যোগী ঋষি আদি যাঁহে চিন্তে অহর্নিশ
বিরাট হৃদয়ে যথা ব্রহ্মাণ্ড পাবক ;
নমি হেন ব্রহ্ম ময়ে শত শত বার
পরম পিতার ঋণ শোধিতে কৃতজ্ঞে।
কিন্তু কি বা জানি পূজা কি মন্ত্রে নমিব ?
বাগ্দেবী সহায় বিনা কি আছে উপায় ?
দেহ বাক্য, বাগীশ্বরি! কৃপায় তোমার,
ব্রহ্ম ময়ে পূজি তথা মহাবিষ্ণু পদ
পূজিব আরাধ্য বোধে কাব্য পুষ্পহারে ;
ভক্তি গন্ধে সুবাসিত করিয়া চৌদিক
করিব সন্তান কার্য্য সর্ব্বপদ পূজি।
তেই বাগীশ্বরী পদে প্রণমি তেমতি
লভিতে-পরম জ্ঞান বাক্য নিঃসরণে,
শকতি আনিতে তায় ধারণায় পুনঃ
সে ব্রহ্মা নিবাস যাহে ব্রহ্ম লোক কয়
পুণ্যাত্মা আশ্রম যথা ভ্রমে দেবগণ।
আশ্চর্য্য সে স্থান তার কি কব বর্ণনা,
যোগী ঋষি বিনা যার না পায় সন্ধান ;
মূঢ়জনে কিবা কবে সে স্থান বারতা
আত্মজ্ঞান বিনা যার কভু না উদ্দেশ।
ভক্তির দুয়ার তায় ভক্তির পরিখা,
স্নেহের গবাক্ষ কত সাদর উন্মেষে,
বায়ু ভরে রহে স্থান শূন্যের উপর
পাপ তার নাহি রয় তিলেক তথায় ;
ভক্তের আধার মাত্র ভক্তের সুগম।
তেই বসি যবে বিধি আপনার মনে
পূর্ণ সিংহাসনোপরে সংসার চিন্তায়
ব্রহ্মলোকে সর্ব্ব গুণ প্রাকার বেষ্টনে,
সহসা খুলিল দ্বার স্পর্শনে কাহার।
চমকিল বিধি হিয়া ভাঙ্গিল ধেয়ান,
দ্বার পানে আঁখি তবে ছুটিল অমনি
সমাশ্চর্য্য জ্ঞানে কেবা আসিল ভকত
হেরিতে নয়নে তায় দিইবারে স্থান।
হেরিলা বিধাতা তবে অনেক রূপসী
ললনা প্রধানা প্রায় প্রথম যৌবনা
খিদ্যমানা অশ্রুবিন্দু ঝরিছে নয়নে
শোভিছে মুকুতা যথা চিকুর কপোলে।
আলু থালু কেশে তেই সজ্জা হীনা বেশে
পদে পদে অগ্রসরি যত যায় বামা
ততই রূপের শোভা স্বভাবে প্রকাশে।
কিবা রম্ভা তরু জিনি ক্রম সরু পদ
বিরাজিত ছড়া নিয়ে অঙ্গুলি আকারে,
উর্দ্ধেতে নিতম্ব যথা মেদিনী আপনি
পদ স্পর্শে ধন্য মানি গেছে কটিদেশে।
কিবা নাভি, কিবা বক্ষ, কিবা পয়োধর
ধাত্রীরূপা তরুণীর বয়স ব্যঞ্জক,
করি কর বিনিন্দিত কিবা বাহু তায়
অশ্রু বিমোচিতে ঢাকি দুকূলে বদন।
তবু দেখা যায় কিবা মাঝে মাঝে যেন
মেঘোন্মুক্ত শশীমুখ বস্ত্র উত্তোলনে।
বিম্বোষ্ঠোপরে নাসা শ্রুতিদ্বয় মাঝে
কিবা আঁখি, কিবা-ভুরু, তুলিকার লেখা
অথবা চাঁদের খেলা মুখসরে যথা,
কিবা গলদেশ তায় চিকুর আবৃত
সচঞ্চল করে কিবা খুলে ক্ষণে ক্ষণে।
দেখিতে দেখিতে তবে ললনা সুন্দরী
অশ্রুপাত সনে নমি প্রকাশি মরম

বিধাতা চরণ তলে দাঁড়াল আইয়া,
শোভিলা সরোজা যথা প্রজাপতি পদে।
তরুণী যুবতী হেন পদ পার্শ্বে হেরি
আশ্চর্য্যে কহিলা ধাতা মধুর বচনে :—
"কেবা বামা মম পার্শ্বে এহেন অকালে,
প্রথম যৌবন হেরি একি বিপরীত,
কিবা পুণ্যে হেথা তব হ'ল আগমন
তরুণ বয়সে হেন ত্যজি মর্ত্ত্য সুখ?
নাহি জান বুঝি কিবা পুণ্যাত্মা যতেক
মরণান্তে মম পার্শ্বে হয় উপনীত,
কিন্তু তোমা হেরি মনে হয়েছে উদয়
অকালে শমন কিবা প্রেরিলা তোমায়!
কিন্তু পাপ বিনা হেন অকাল মরণ
কভু না সম্ভবে তেই বিস্ময়ে জিজ্ঞাসি
কিবা পুণ্যবলে তুমি হেন অসময়ে
মর্ত্ত্য ত্যজি মম পার্শ্বে উপনীতা আজি?
তেই বা তিতিছ ভয়ে অশ্রুনীরে হেন
ভিজায়ে দুকুল তব আকুল পরাণে?
যেবা হয় মম্মাদেশে ত্যজিয়া তরাস
তুষ মোরে কহি ত্বরা শুনিব ললনা
যে বাসনা লাগি তব হেন আগমন।"
বিধি বাক্য শুনি তবে ধরিত্রী ললনা
বদনে অঞ্চল চাপি হৃদয় আবেগে
আরম্ভিলা সকাতর রোদন বিলাপে :—
"ক্ষম প্রভু তব পাশে অভাগিনী ক্ষিতি
কর যোড়ে নিবেদিতে দুঃখের বারতা—
হইয়া ধরিত্রী মাতা যেবা দুঃখ সহি
নিরন্তর ধরাধামে দৈত্যবৃন্দ তরে,
কি আর কহিব তোমা তপঃ জপ আর
দান যজ্ঞ যত মত পুণ্যকর্ম্ম আদি
অকাতরে হিংসি সবে যত দুরাচার
পাপ ভারাক্রান্ত ধরা করিছে হিংসায়।
একেত অবলা তাহে অসহ বুঝিয়া
স্রষ্টা তুমি তব পদে আইনু বিদিতে।"
স্থির অম্বু বক্ষে যথা লোষ্ট্র নিক্ষেপণে
সচঞ্চল উর্ম্মি তীরে করে প্রতিঘাত
চঞ্চলিত বিধি-হৃদ ললনা বচনে
প্রতিঘাত বাজি তথা উত্তরিলা তারে :—
"এ কিবা ধরিত্রী মাতা শুনি তব মুখে
অমঙ্গল বার্ত্তা হেন সৃষ্টির ব্যত্যয়,
অবলা পাইয়া তোমা অসুর যতেক
অনায়াসে সৃষ্টি লোপ করে পাপ ভরে!
কিন্তু কহ শুনি তোমা জিজ্ঞাসি ললনা—
কেমনে আইল হেন অসুর নিচয়,
ভোগ স্থান স্বর্গাবাস ত্যজি অকাতরে
মর্ত্ত্যলোকে কিবা লাগি পীড়িতে তোমায়
অবশ্য আছয়ে মর্ম্ম জান যদি তুমি
বিবরিয়া কহি মম ঘুচাও সংশয়।"
বিধাতার বাক্য শুনি ধরিত্রী জননী
অশ্রু মুছি ব্রহ্মপদে নিবেদি কহিলা :—
"শুন ধাতা কহি যেবা বিদিত আমার
তুষিবারে চিত্ত তব এহেন সংশয়ে—
সৃজি মোরে ধরা ভার দিলা যবে প্রভু,
বয়োবৃদ্ধি সনে কিবা হেরি দিন দিন
ক্ষত্রী কুলে পূরে ধরা নাহি মিলে স্থান
নয়নে অপার প্রায় ফিরে অহর্নিশ।
কদাচারে মহামত্ত হিংসাবৃত্তি সার,
সাধ্য কিবা অন্য জীব তিষ্ঠে ধরা মাঝে
বিকম্পিত করে সদা ক্ষত্রিয় প্রতাপে।
তাহে কার্ত্তবীর্য্য হ'য়ে প্রধান সবার
যে ব্যথা দিইলা, প্রভু! কিবা নাহি জান
অপ্রমিত দান যজ্ঞে ধনহীন হ'য়ে
আজ্ঞিলা ব্রাহ্মণে পুনঃ পূরিতে ভাণ্ডার।
ভীত দ্বিজগণ হেন আদেশ পালনে
যুকতি করিলা কত এড়াইতে দায়,
গোপন, প্রার্থনা তেই নাড়ন প্রভৃতি

করিলা কতেকে ধন, কেহবা সভয়ে
অর্দ্ধ বা সর্ব্বস্ব ল'য়ে দিইলা গোচরে ;
কিন্তু তাঁহে আশামত ভাণ্ডার পূরণে
বিফল প্রয়াসি ভেদ পেয়ে চর হ'তে
সসৈন্যে বেড়িলা যত দ্বিজে ক্ষত্রচয়।
তাহে না মিটিল ক্ষোভ অকাতর বধে
করিলা দারুণ আজ্ঞা কার্ত্তবীর্য্য কুল।
তেই খড়্গে ক্ষত্র যত দ্বিজ বধে মাতি
অনিবার্য্য হত্যা স্রোতে ভাসায়ে চৌদিক
বিদারিলা গর্ভ কত দ্বিজ কুল নাশে।
কিন্তু মাত্র ভৃগুপত্নী এহেন সঙ্কটে
উরুদেশে গর্ভ রাখি পলাতকা সনে
কতই পাইলা ব্যথা রক্ষিতে পরাণ।
বধিত হইল জীব আমিও তেমতি
হেরিছ যেমতি আজি তব পদ প্রান্তে।
কিন্তু জনার্দ্দন তবে বুঝি মম দশা
দ্বিজ ধংসী কার্ত্তবীর্য্য বৈর নির্য্যাতনে
অবতারে পাঠাইলা জমদগ্নি সুতে
উজলিতে ভৃগু বংশ রক্ষণে আমার।
তেই জন্মি জামদগ্ন্য পরশু ধারণে
ক্ষত্রী শূন্য করে ধরা তিন সপ্ত বার,
দুগ্ধ পোষ্য শিশু কিম্বা বৃদ্ধ ক্ষত্রীকুলে
না মানিল অকাতরে ছেদিল সে রাম।
ক্ষত্রিয়াণী যত তেই প্রাণ ভয়ে তবে
লুকাইলা বিপ্র গৃহে আশ্রয় কারণ,
বিবাহ হইল তাহে বিপ্র সনে কত
ক্ষত্রিয়া গরভে পুনঃ ক্ষত্রী প্রসবিতে।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে ক্ষত্রিয় উদ্ভবে
হইল তেমতি ধরা পুনঃ ভোগ স্থান,
স্বর্গের বৈভবে ক্ষত্রী পুরি ধরা ধাম
আরম্ভিলা নিবাসিতে দেবরাজ প্রায়।
হেন হেরি কিবা যত দেবারি অসুর
দেব রণে পরাভূত হইয়া মরতে
মনুষ্য জনম নিল ভোগের কারণে।
কিন্তু কিবা কব ধাতা তাহে যে দুর্গতি
জনার্দ্দন বিনা বুঝে না জানি কে আছে।"
এতেক কহিয়া যবে ধরিত্রী জননী
বাষ্পাকুলা রুদ্ধ ভাষে আবরিলা আঁখি,
চতুর্ম্মুখে আশ্বাসিয়া বিধাতা তাহায়
আরম্ভিলা সকরুণ সস্নেহ বচনে :—
"কেন, মর্ত্ত্যেশ্বরি! হেন ব্যথা পাও মনে?
জামদগ্ন্য জন্ম যদি নিস্তারে তোমার
কিবা লাগি নাহি সেই ধরে অস্ত্র পুনঃ
উদ্ধারিতে তোমা হেন সম্মুখ বিপদে?"
বিধি বাক্যে ধরা মাতা উত্তরিলা তবে :—
"কি আর কহিব, প্রভু! সে দুঃখ বারতা,
মাতৃ হত্যা পাপে সেই গুণধর রাম
তীর্থ পর্য্যটনে ব্যস্ত পাপ বিমোচনে ;
নিরাশ্রয়ে আসি তেই তবাশ্রয় আশে।"
জলধর হীন যথা নির্ব্বাত অম্বরে
সহসা চমকে হিয়া অশনি সম্পাতে,
তেমতি ভার্গবে হেন মাতৃ হত্যা পাপ
শুনি বিধি সচকিতে কহিলা বামায় :—
"এ কিবা, ধরিত্রী মাতঃ, কহ তুমি আজি?
জনার্দ্দন অংশে সেই ভার্গব দ্বিজেন্দ্র
সঞ্চারিলা কিনা তায় মাতৃ বধ পাপ!
শুনিতে বাসনা মোরে কহ বিবরিয়া।"
বিধাতা বচনে তবে ধরিত্রী সুন্দরী
আরম্ভিলা বিবরিতে ভার্গব কাহিনী :—
"শুন, প্রভু! জমদগ্নি বরিয়া রেণুকা
নিরন্তর রহি সুখে দাম্পত্য প্রণয়ে,
গুণবতী ভার্য্যা তাহে পুত্র কামনায়
লভিলা সন্তান পঞ্চ প্রণয়ে দোঁহার ;
কনিষ্ঠ পরশুরাম ভুভার হরিতে
বশিষ্ঠের স্থানে বিদ্যা ধনুর্ব্বেদ আদি
শিখি সযতনে ক্রমে বিপুল প্রতাপে

তিনসপ্ত বার ধরা করিলা নিঃক্ষত্রী।
বীরশ্রেষ্ঠ বলি সবে ঘোষিলা চৌদিকে
উজলিলা ভৃগু বংশ দশদিক ব্যাপি।
হেনকালে জমদগ্নি ত্রস্তে এক দিন
তর্পণার্থে ভার্য্যা কাছে চাহে যবে বারি,
দ্রুতপদে কুম্ভ কক্ষে রেণুকা অমনি
ধাইলা আনিতে বারি সিন্ধু সর হ'তে।
কিন্তু কিবা শুন তায় ঘটিল ব্যাপার—
ঘৃতাচী অপ্সরী হেরি গাধির কুমারী
ক্ষণেক বিলম্ব করে রূপ মুগ্ধে তার;
দ্রুতপদা তভু তার পানে চাহি চাহি
সত্বর বিলম্বে আসি বারি যোগাইতে,
অগ্নি প্রায় জমদগ্নি রেণুকা বিলম্বে
মাতৃ শিরচ্ছেদ আজ্ঞা করিলা তনয়ে।
কিন্তু কেবা লবে ভার মাতৃ হত্যা পাপ,
একে একে চারি পুত্র হেলিতে পিতায়,
কনিষ্ঠ পরশু রামে জমদগ্নি ক্রোধে
চারি ভ্রাতা সহ মাতা ছেদিতে কহিলা।
কি আর কহিব, ধাতা! পিতার আজ্ঞায়,
মহাধর্ম্মশীল রাম টাঙ্গী হস্তে লয়ে
চারি ভ্রাতা সহ মাতা কাটিলা তখনি।
পুত্র কার্য্যে সবিস্ময়ে জমদগ্নি তোষে
কহিলেক মাগ বর চিরজীবী হয়ে।
পিতৃ বাক্য শুনি তবে ক্ষুণ্ন মতি রাম
নিবেদিলা পিতা যদি দিবা মেরে বর,
জীউক জননী আর ভ্রাতা চারি মম।
পুত্র বাক্যে সৌম্য দৃষ্টে চাহি তপোধন
ভার্য্যা সহ পুত্র চারি জীয়াইলা তবে,
কিন্তু মাতৃ বধ পাপ ভার্গবে সঞ্চারি
পরশু রহিল হস্তে না খসিল কিবা।
হেন হেরি জমদগ্নি করিলা আদেশ —
মান অহঙ্কার ত্যজি শিরে জটা ধরি
তীর্থ পর্য্যটন বিনা না হবে মোচন।
তেই জনার্দ্দন অংশে জন্মি ভৃগুরাম
তীর্থ পর্য্যটনে ব্যস্ত পাপ বিমোচনে।"
ধরিত্রী মাতার বাক্য সাঙ্গ না হইতে
আরম্ভিলা চতুর্ম্মুখ আশ্বাস বচনে :—
"নাহি ক্ষুণ্ন হও আর, ধরিত্রী জননি।
মাতৃবধ পাপে যদি ভার্গব বিব্রত
তব তরে দেবগণে অসুর নিধনে
জন্মাইব নররূপে অবনী মাঝারে।
জানাইব জনার্দ্দনে তব দশা পুনঃ
অবশ্য বিপদ তাহে ঘুচিবে তোমার।
ক্ষণপূর্ব্বে আছিলাম সংসার ধেয়ানে
জানিবারে সৃষ্টিবার্ত্তা কিবা দশা তব,
সাক্ষাতে হেরিনু তোমা ঘুচিল সংশয়।
যাহ এবে নিজ ধামে নাহি চিন্তা আর
মম বরে প্রতিকার হইবে নিশ্চয়।"
বিধাতা আশ্বাসে যবে ধরিত্রী জননী
গেলা চলি ধরাধামে মনের হরিষে,
একা সিংহাসনে ব্রহ্মা কত মনে মনে
আন্দোলিলা জনার্দ্দন পাপ পুণ্য লীলা।
ভাবিলা না বুঝি কিবা গোলোক অনন্ত
হরিবারে ধরাভার স্ব অংশে জনমি
জামদগ্ন্য রূপে নাশি আপন মাতায়
আবদ্ধ হইলা হেন পরশু বন্ধনে,
অসুরে দিইতে স্থান ক্ষত্রিয়ের দলে
ভ্রমিতে আপনি তীর্থে পাপ গণি তায়!
কিন্তু কি বিধান এবে ধরামাতা তরে?
গোলোক শমক বিনা না হেরি উপায়,
উচিত যুকতি তেই আবাহনে তাঁর।
হেন ভাবি আবাহনে স্মরিলে বিধাতা
শূন্যপথে কোটি কোটি দেব ঋষি গণ
গোলোক শমক বিষ্ণু সনে মহোল্লাসে
লইলা আসন আসি ব্রহ্মার চৌদিকে;
শোভিল সে ব্রহ্মাসন দেবর্ষি মণ্ডলে!

আগম সম্ভাষে হেন চতুর্ম্মুখ যবে
ব্রহ্মর্ষি সুতপা তথা দিলা দরশন,
হেন কালে শূন্য ভরে মেনকা অপ্সরা
ভুবন মোহিনী রূপে উড়ি যায় হেরি,
নত মুখ লাজে ব্রহ্মা হইলা সভায়।
প্রমত্ত সুতপা কিন্তু কাম ভাবে তায়
নেহারিতে পদ্মাসন শাপিলা সক্রোধে:—
"শুনহ, সুতপা! তুমি মম লোকে আসি
যেবা অনাচার আজি করিলা সাক্ষাতে
অবশ্য ভুঞ্জিবে তার সমুচিত ফল;
ধরাতলে মম হ্রদে হইবে কুম্ভীর।"
অলঙ্ঘ্য বিধির বাক্যে চমকি সুতপা
ব্রহ্মপদে পড়ি যবে কহিলা কাতরে:—
"ক্ষম,প্রভু! নাহি জানি মোহাবেগে কিবা
করিনু দুষ্কর্ম্ম হেন তব লোকে আসি,
কৃপা বিতরিয়া মোরে কর এবে ত্রাণ
দারুণ নিগ্রহ আজ্ঞা কুম্ভীরত্ব হতে।
মূঢ় আমি কিবা জ্ঞান কহ তব কাছে,
তুমি স্রষ্টা আমি সৃষ্ট কতই প্রভেদ,
মূঢ়জন দোষ কোথা ধরে শ্রেষ্ঠজনে?
তেই কহি রাখ পদে এ মম মিনতি,
সৃষ্টজন দোষ ত্যজি সত্ত্বগুণে তব
পালহ ক্ষমিয়া আজ্ঞা কুম্ভীর জনম।"
হেনমতে সকাতরে কহিতে সুতপা
দয়া প্রকাশিয়া ধাতা কহিলা তাহায়:—
"অলঙ্ঘ্য আদেশ মম লঙ্ঘিবার নয়,
কিন্তু এক প্রতিকার কহি তোমা শুন—
মম হ্রদ ধরাতলে তীর্থের গণন,
তেই ভৃগুপতি যবে মাতৃবধ পাপে
ধাইবে খণ্ডিতে তীর্থে মম হ্রদ নীরে
তাহার পরশে তব হইবে মোচন।"
এতেক কহিতে তবে সুতপা অমনি
ধরায় পড়িলা কিবা ব্রহ্ম লোক হ'তে।

সময় পাইয়া যুক্তি দেবগণ সনে
আরম্ভিল চতুর্ম্মুখ ধরামাতা তরে।

দ্বিতীয় বিকাশ।

অনাদি স্বয়ম্ভু যিনি নিরঞ্জন চেতঃ,
সৃষ্টি স্থিতি লয় যাঁর ইচ্ছায় প্রসূত,
সৃষ্টিকর্ত্তা, সৃষ্টিধর, ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বর,
মহাবীর্য্য, বিশ্বরেতা, বিশ্বকামী প্রভু,
শক্তিগর্ভ, বিশ্বম্ভর, অখিল মুরত,
নীলাভ তমস্বী মহা ঈশ্বর অধ্যূঢ়,
পরম সহিষ্ণুবর প্রকৃতি লাঞ্ছিত,
মতি, গতি, চিত্তময় লোকাত্মা ধ্রুবত,
সর্ব্বারাধ্য মহাবিষ্ণু অধিমাত্র যিনি,
অচিন্ত্য অহম ময় বিরাট মহান,
সত্ত্ব রজঃ তম যাঁর খেলে অহর্নিশ,
জাতিহীন নমি মাত্র বাগ্দেবী কৃপায়
পূজি ধ্যানে গাঁথা ভক্তিকাব্য পুষ্পহারে;
রহি যবে শূন্যমনে পরাৎপর হেন
কেহ নাই, শূন্যশায়ী ত্রিগুণ বিহ্বলে
আসুরী ক্রীড়ায় ব্যস্ত প্রকৃতির সনে,
সহসা বিলাস কিবা উপজিল চিতে।
যথা গুণ তথা কার্য্য ফলি শূন্য হৃদে
অভাবে স্বভাব কিবা বিচলিলা তাঁয়।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে শক্তি গর্ভ হ'তে
হ'ল কিবা ইচ্ছাময়ে ইচ্ছার বিকার,
ঝরিল শকতি তায় অম্বুমূর্ত্তিধরি;
স্বেদাম্বু ক্ষীরোদ যাহা বিদিত জগতে।
শূন্য পথে ভ্রমি অম্বু স্নেহাকৃষ্টি গুণে
উৎপাদিলা কালে কিবা তিনটি তনয়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ত্রিগুণে ত্রিমূর্ত্তি
বিভিন্ন আকারে ইচ্ছা করিতে পুরণ।
সত্ত্বগুণে স্রষ্টা ব্রহ্মা, রজে বিষ্ণুপাতা,
তমোগুণে মহেশ্বর নাশক জন্মিলা।

ইচ্ছায় জনম গুণে ব্রহ্মার মানসে।
ইচ্ছাময় সম ইচ্ছা উদি কালক্রমে।
ষট পুত্র অঙ্গ হতে হইল ব্রহ্মার,
দেবতা তেত্রিশ কোটি জন্মিলা যেমতে
তন্মধ্যে মারীচি বংশে বিবাহ সংযোগে
ব্রহ্মদক্ষিণাঙ্গুষ্ঠজ দক্ষ কন্যা গর্ভে
দুরন্ত দানব কুল হইল উদ্ভব,
হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ খ্যাত যায়।
ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্তে ধর্ম্ম জন্ম লভি
দক্ষ দশ কন্যা বিভা করি পুত্র তিন
জন্ম দিলা সর্ব্ব ব্যাপী সম হর্ষ কাম।
যৌবন উদয় যবে তিন পুত্রে ধর্ম্ম
দিইলা বিবাহ তিন রমণী সহিত।
সমসনে প্রাপ্তি দিলা, হর্ষসনে নিন্দা,
কামসনে রতী কিবা যুগল মিলনে।
তিলেক বিচ্ছেদ হীন পরিণয় সুখে
রহে সদা ভ্রাতাত্রয় সংসার ধরমে,
তিনটি রমণী তাহে পতি প্রাণা হ'য়ে
তুষিবারে স্বামী চিত্ত রহে নিরন্তর।
সহবতী সহচরী সেবার কারণে
অবিচ্ছেদে রহে কিবা কৃতদাসী প্রায়।
নাহি জানে দুঃখ কেহ প্রাণের প্রণয়ে
সংসার ধরমে রহে জগত ব্যাপিয়া।
হেন মতে কাটে কাল দৈবে একদিন,
লয় উপযোগী ভাষে, সত্য অবসানে,
সহবতী রতী কাছে আসি কয় কিবা :—
"শুন, সখি! শুনি কিনা হিমালয়ে গিয়া,
সুন্দ উপসুন্দ দুই হিরণ্যাক্ষ সুত
কঠোর তপস্যা ব্রতী ত্রৈলোক্য জিনিতে।
অনিল আহারে মাত্র অনাহারে থাকি,
একাসনে শীত গ্রীষ্ম সহি সমভাবে
নিরলসে জপ কিবা করিছে প্রচুর ;
ধরিত্রী জননী ভীতা যেই তপো বলে।"

সহবতী বাক্যে রতী কহিলা সাদরে :—
"কিবা ভয় তাহে মোরে কহ, সহবতি ?"
আরম্ভিলা রতী বাক্যে সহবতী তবে :—
"কিবা তুমি নাহি জান কহ, সখি! মোরে ?
দুরন্ত দানব কুল জগত বিদিত,
দেব দ্বেষী অনাচারী বংসঘাতী ক্রূর,
প্রহ্লাদ জীবনে যাহা সতত প্রকাশ ;
হেন কুলে জন্মি সুন্দ উপসুন্দ বীর
তপোবলে লভে যদি ত্রিলোক প্রভুত্ব,
একে ক্রূর স্বভাবতঃ তাহে জ্ঞাতি বৈরী
ভাব দেখি কিবা দশা ঘটিবে তাহায় ?
হরিবে মর্য্যাদা, সখি! দিবে লজ্জা সদা,
হবে তায় তব অবগুণ্ঠন আশ্রয়,
তোমা বিনা রতি হারা হইবে মেদিনী,
ব্যথা পাবে কাম কান্ত না হেরি তোমায়।
উদাস হৃদয়ে কত পাইবে যাতনা,
বৃথা কাম হবে, সখি! তোমার বিহনে;
কাম বৃথা হলে ধরা জন্ম শূন্য হবে
সৃষ্টিলোপ হবে তায় দানব প্রভুত্বে।"
সহবতী বাক্যে রতী চমকি কহিলা :—
"কিবা কহ, সখি! তুমি শুনি হয় ত্রাস।
মানি সত্য সদা বটে জ্ঞাতি কদাচার
মেঘ মুক্ত রবি সম দারুণ অসহ ;
কিন্তু কোন গুণে শ্রেষ্ঠ সুন্দ উপসুন্দ
মম কান্ত হ'তে হবে ত্রিলোক জিনিতে ?
তুমি ত কহিলা, সখি! মম নাথ বিনা
জন্ম শূন্য ধরা হবে সৃষ্টিলোপ যায়,
তাহে ম্লানা লজ্জাবৃতা নেহারিলে মোরে
সহিবে কি কান্ত কভু দানব প্রতাপ ?
রবে কি নিশ্চেষ্টা তায় ধরিত্রী জননী ?
তবে কিবা ভয়, সখি! সুন্দ উপসুন্দে।"
রতী বাক্যে সহবতী আরম্ভিলা হাসে :—
"কিবা নাহি বুঝ, সখি! কহ তবু হেন?

সুন্দ উপসুন্দ দোঁহে ব্রহ্ম তপস্যায়
কঠোর সাধনে যবে লভিবে লোকেশে,
অসাধ্য দানবে তবে কিবা রবে, সখি ?
বুঝি দেখ মনে ব্রহ্মা সবার বিধাতা,
সৃষ্টি মজ্জা ব্রহ্মে তুমি লভে যদি বর,
কিবা ছার তুচ্ছ তুমি, কাম কান্ত তব,
অথবা ধরিত্রী মাতা যাহে আশ এত,
সহস্র সহস্র হেন রতী কাম ধরা
বিদলিত হবে সুন্দ উপসুন্দ পদে।
অধিক কি কব, সখি! তপোবল হেরি
ব্যথিতা ধরিত্রী মাতা এখনি তাহায়,
তেই ভীতা গেলা নিজে ব্রহ্মার সদনে
জানাতে বারতা হেন দানব তপস্যা।
কিন্তু নাহি জানি কিবা ব্রহ্মাদেশ তায়।
তেই কহি, সখি! যদি জ্ঞাতি বৈর তব
জিনে ব্রহ্ম বর হেরি প্রভুত্ব সবার,
কে এড়াবে বল দেখি দানব দলন ?
সবাকার পতি সুন্দ উপসুন্দ হবে,
সেবিবে সবায় দোঁহে অবনত শিরে,
কিবা ছার তুমি, রতি ! কত গ্রহ তারা
ফিরিবে আদেশে হেন দুর্জ্জয় দানব,
কত শত কাম তার হবে আজ্ঞাবহ।
ভীম প্রভঞ্জন সেও নিশ্বাসে ডরিবে,
অচল পাদপ কুল কাঁপিবে সঘনে,
বিকম্পিত হ'বে ধরা বিক্রমে দোঁহার।
নহে ভাবি দেখ মনে হিরণ্য কশিপু
স্ব পুত্র প্রহ্লাদ তরে কিবা না করিল,
কুঞ্জরে, অনলে, জলে, অচলে ফেলিয়া
বধিবারে চাহে কিবা সন্তান পরাণ!
কোন ছার ভাব, সখি! মোরা তার কাছে?
আপন সন্তান হ'তে কিবা প্রিয়তর ?
তাহারি ভ্রাতৃজে বল কত দয়া রবে ?
বিধ্বস্ত করিতে সবে ব্রহ্মবরে দোঁহে।

একে জ্ঞাতি বৈরী তাহে সহবাস দোষে
দানব প্রকৃতি সবে লভিবে ভূতলে,
সুনীতি কুনীতি কত মম সম কহি
তব সমা কত রতী বুঝাবে নিদয়ে।
কিন্তু নাহি জানি, সখি! তুমি নাহি কেন
বুঝিবারে পার হেন সহবতী ভাষ ?
কৃত দাসী সমা সদা তব অনুরতা,
যথা তুমি তথা আমি ফিরি অবিরত,
সুখ দুঃখ সমভাবে ভাগিনী তোমার
তেই তোমা কহি,সখি! নাহি বুঝ কিবা!"
বাত বদ্ধ স্থানে যথা শব্দ নিঃসরণে
প্রতিধ্বনি পুনঃ তায় করে প্রত্যার্পণ,
জ্ঞাতি বদ্ধা রতী হৃদে সহবতী বাক
বাজিয়া তেমতি কিবা হ'ল প্রতিধ্বনি—
"নাহি জানি আগে,সখি! হেন ধরা ভীতি
সুন্দ উপসুন্দ করে তপস্যা জগতে।
কিন্তু, সখি! উপকার করিলা যদ্যপি
কহ ধরা মাতা কবে গেলা ব্রহ্মাপাশে ?"
উত্তরিলা সহবতী রতীর জিজ্ঞাসে :—
"নহে বহুক্ষণ যেই শুনি লোক মুখে,
ভীতা ধরা মাতা গেলা ব্রহ্মার সদনে
নিবেদিতে দানবের ঘোর অত্যাচার,
আমিও অমনি আসি তব কাছে আগে
কহিনু করিতে, সখি! বিহিত তেমতি।"
সহবতী ভাষে রতী কহিলা কাতরে :—
"কি বিহিত আছে,সখি! কহ মোরে শুনি?
দুরন্ত দানব রিপু ব্রহ্ম বলে বলী
হয় যদি তবে আর কি আছে উপায়,
কার কাছে কিবা তরে জানাব বেদনা,
যে রক্ষক সেই যদি হইবে ভক্ষক ?
সবার জীবন বিধি সবা ভার তাঁর,
দানবের করে যদি বিধি দিবে সবে
কে আর রাখিবে বল কি বিহিত তায় ?

দানবের করে হবে জগত নিহিত
আপনি স্বজিয়া বিধি আপনি নাশিবে।"
সহবতী সনে রতী যবে হেন ভাষে,
প্রিয়া সম্ভাষিতে কাম পশিয়া আগারে
রতী করে ধরি যবে আরম্ভিলা কাম :—
"কি সুখের দিন আজি হের, প্রিয়ে. আসি,
রবি তেজ হীন, নাতি শীত গ্রীষ্ম কিবা,
পল্লবিত তরু রাজি নব কিশলয়ে,
আমোদিত কিবা তায় মুঞ্জরী সৌগন্ধে।
ব্যাকুলিত অলিকুল গুণ গুণ রবে
চুম্বিয়া অধর সুধা করিবারে পান।
পিকরাজ কুহুরবে মাতায়ে ভুবন
গাহিছে সুতানে কিবা উচ্চ নিম্ন করি,
গন্ধ লোভে কুঞ্জে যথা নিকুঞ্জ বিহারী।
পবন হিল্লোল তায় কাঁপায়ে কাঁপায়ে
শ্রবণে খেলিছে যেন সুধার সুতার,
আকর্ষিছে বিরহীর ক্ষণ ক্ষান্ত মন,
জানাইছে তারে তার বিরহ বেদনা।
আমিও বিরহী, প্রিয়ে! তোমার বিহনে,
ক্ষম মোরে তেই তোমা সম্ভাষে আইনু।"
কাম কান্ত বাক্যে রতী প্রেমের উচ্ছ্বাসে
উত্তরিলা সকাতরে নাথ আলিঙ্গনে :—
"কিবা সাধে, নাথ! আর অন্বেষ আমায়?
সংসারের সুখ আশা গত প্রায় এবে,
বৃথা আর কিবা তরে প্রেম অনুরাগে
বাড়াও হৃদয়ে, নাথ! প্রেমের পিপাসা?"
রতী বাক্যে কাম তবে সিহরি ভাষিলা :—
"কিবা কহ, প্রিয়ে! হেন নিদারুণ বাণী?
সংসারের সুখ আশা অস্তমিত প্রায়
কেমনে বুঝিলা, প্রিয়ে! জীবিতে আমার?
বুঝি কিবা অপরাধ গণিয়াছ মনে?
ভাবিয়াছ কিবা মম গিয়াছে চলন,
সদা যায় প্রশংসিয়া কহিতে বাখানে
করী কর নিন্দ্য পদে প্রমত্ত গমন?
অথবা গভীর নাভি প্রেম সরোবর
শুকায়েছে ভাব কিবা বিরহ উত্তাপে?
কিম্বা এ বিশাল বক্ষ কাতরে কি কভু
বহিবারে হৃদমাঝে তব কুচভার?
মৃণাল নিন্দিত বাহু অথবা বিম্বোষ্ঠ
আলিঙ্গি চুম্বিতে ক্লান্ত বাখানে কি তব?
কিম্বা ভুরু শরাসনে পদ্মাক্ষি যোজনে
দৃষ্টি শর ব্যর্থ কিরা সন্ধানে তোমার?
অথবা মলয় নাসা হেলি এ আননে
নিশ্বাস বহিয়া ব্যর্থ স্নিগ্ধিবারে কিবা?
মৃদু মন্দ আন্দোলিত গোঁফ রেখা তায়
জানাতে জীবিত আমি দিতে আলিঙ্গন,
বাহুযুগ পাশে তব রাখি গলদেশ,
সুচাচর কেশে কেশ মিশায়ে সপ্রেমে,
প্রশস্ত ললাটে ভাগ্য মানিয়া প্রচুর
শুনিতে সম্ভাষ তব জীবিত ঈশ্বর?
অথবা যৌবন কিবা গেছে কান্তি সনে?
সংসার সুখাশা তেই উন্মূলিত ভাবি,
হেরি মোরে সহ হেন প্রেমের পিপাসা?
কিম্বা কিবা সুশোভিত শুভ্রদন্তে বাজি
কাতর রসনা মম সুধা বাক্য দানে?
অথবা শ্রবণ কিবা আনন শোভনে,
পিক তার বিনা নাহি শুনে তব ভাষ?
কিম্বা কিবা হেরি ত্রুটি প্রেম বিনিময়ে,
উথলি কুরূপা তেই ভাবি অভিমানে
আন্দোলিছ হৃদে তব সুখ অস্তমিত
থাকিতে জীবিত কাম কহ মোরে, রতি?"
এ হেন জিজ্ঞাস শুনি কাতর হৃদয়ে
আরম্ভিলা কাম কান্তা সম্ভাষিয়া নাথে:—
"জীবিত ঈশ্বর! কিবা নিদয় পরাণে
নিন্দিছ বাখানে মম উপহাসে যথা!
বুঝি নাহি জান, নাথ! বৃথা এ যৌবন,

তব যোগ্য রূপে মম বৃথা এ কুন্তল,
অপ্রশস্ত ভাল হের বৃথা শিরোদেশে,
ইন্দ্র চাপ জিনি ভুরু, শ্রুতি স্পর্দ্ধ্য আঁখি
অব্যর্থ কটাক্ষ যার তব সুদর্শন,
তিলফুল বিনিন্দিত তব প্রিয় নাসা,
আরক্তিম ওষ্ঠ হের গণ্ডদ্বয় মাঝে,
মুক্তাসম দন্তপাতি ক্ষুদ্র চিবু ঠেলি
বরষিতে সুধা যায় তব মনোময়!
নাতি দীর্ঘ গলদেশ ভ্রষায়ত্ব মত
বাহু পাশে রাখি কুচ মর্দ্দিতে সঘনে,
মৃণাল নিন্দিত মম বাহুদ্বয় তায়
উত্তেজিতে তোমা মোরে চুম্বিতে সঘনে;
তাহে এ উন্নত বক্ষ দাড়িম্ব নিন্দিত
সুমর্দ্দনে দিতে হায় সুখ অনুভব!
হের এ নিতম্ব মম হের পদ্ম নাভি,
অক্লান্ত সহিতে যারা কোদণ্ড সন্ধান,
অথবা এ স্থূল উরু যুগ পদ মাঝে
সহিবারে তব গুণ জানুভার চাপ,
মিশায়ে চম্পক রূপ শশী কলা নখে
আলিঙ্গিতে বক্ষপাতি প্রণয় সমরে।
বেশ ভূষা পরিজন যতেক বিলাস
বৃথা এ সকলি, নাথ! নাহি জান কিবা—
কালান্তক জ্ঞাতি বৈরী সুন্দ উপসুন্দ
করিছে কঠোর তপঃ ব্রহ্ম বর লাগি
ত্রিলোক প্রভুত্ব জিনি নাশিতে সবায়।
কি আর কহিব, নাথ! সহবর্তী মুখে
অশনি সম্পাত সম শুনি হেন বাণী
হৃদয়ে উদিছে যেন জগত প্রলয়,
নখরে নখরে যেন ভাতিছে দানব।
নহে কি কাতর শ্রুতি শুনিতে কুরূপা,
চাঁদে ও কলঙ্ক যদি, তব চন্দ্রাননে,
উথলিতে হৃদে তেই জীবিতে তোমার?"
উত্তপ্ত বায়ব স্থান আপন স্বভাবে
তপ্ত স্ফীত উর্দ্ধ গামী বায়ু শূন্য যবে
পার্শ্ব হ'তে প্রভঞ্জন ছুটিয়া অমনি
পূরিবারে ধায় যথা সেই শূন্যাধারে,
দানব সন্তপ্ত শূন্য রতী হৃদ তথা
পূরিয়া জুড়াতে কাম আরম্ভিলা তবে :—
"এই কিবা শুনি আজি তব মুখে প্রিয়ে?
দুরন্ত দানব কুল জগত বিদিত
না মানে সন্তান নিজ বধে অকাতরে,
স্নেহ হীন দেব দ্বেষী অধম পামর
জ্ঞাতি বৈরী তাহে যেই স্বভাবতঃ ক্রূর,
ব্রহ্ম তপস্যায় ব্রতী ত্রিলোক জিনিতে?
শেল সম হেন বার্ত্তা বাজে, বিধুমুখি।
জানিতে উচিত কিন্তু সবিশেষ কিবা।"
এতেক কহিয়া তবে সহবর্তী পানে
সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলা রতীপতি কাম :—
"কহ, সহবতি! কিবা জান যদি তুমি
দানব তপস্যা যেবা কহে মম রতী,
অকাতরে বিবরিতে সুধাই তোমায়।"
কাম বাক্যে সহবতী আরম্ভিলা তবে :—
"কি আর কহিব, প্রভু! নহে মিথ্যা বাণী,
সুন্দ উপসুন্দ দুই হিরণ্যাক্ষ সুত
জনমি দানব কুলে হিমালয়ে গিয়া
করিছে কঠোর তপঃ ব্রহ্ম বর লাগি
লভিবারে সর্ব্বোপরি ত্রিলোক প্রভুত্ব,
শাসিতে জগত জিনি ব্রহ্ম তপস্যায়;
তেই ভীতা ধরামাতা গণিয়া প্রমাদ
জানাইতে দানবের প্রতাপ বেদন
ব্রহ্মলোকে গেলা শুনি ব্রহ্মার সদনে।
জ্ঞাতি বৈরী ভাবিতেই রতী সখী কাছে
নিবেদিনু করিবারে যেমত বিহিত।
কি আর কহিব, প্রভু! আমিও কাতরা
শুনি হেন ব্রতী সুন্দ উপসুন্দ জপে।
নিরাহার নিরলস, একাসনে বসি

সাধিছে কঠোর কত তুষিতে ব্রহ্মায় ;
সেই ডরি পাছে ব্রহ্মা তুষ্ট হয়ে দোঁহে
বরদানে লয় হরি তোমা সবা গর্ব্ব,
বিফল জীবন হবে বিফল জনম
সহিবারে চিরদিন দানব প্রতাপ,
রাখিতে কুযশ ভীরু রতীপতি কাম।
নিবেদিতে সেই, প্রভু! আছি বিদ্যমানে,
পালিতে আদেশ যেবা বিহিত এখন।"
জলন্ত পাবক যথা হবিঃ বিনিয়োগে
গগন ছাইয়া উঠে শিখা বিস্তারিয়া,
তেমতি দানব বার্ত্তা সহবতী মুখে
শুনি কাম প্রকাশিলা ভীম আস্ফালনে :—
"সহবতি! আর বৃথা নাহি গঞ্জ মোরে।
দুরন্ত দানব কুলে সুন্দ উপসুন্দ
এ হেন তপস্যা ব্রতী অসম্ভব গণি
অকাতরে সহি হেন প্রিয়ার বেদন,
কাপুরুষ সম যাহে সহবতী বাম।
কি আর কহিব, প্রিয়ে! শুন তোমা কহি,
চন্দ্র সূর্য্য মিথ্যা হবে মিথ্যা মম নাম,
জগত হইবে মিথ্যা, মিথ্যা ব্রহ্ম হবে,
নাহি যদি সাধি কভু প্রতিজ্ঞা আমার
সুন্দ উপসুন্দ দোঁহে করিতে নির্ম্মূল,
কামের প্রতাপ তায় দেখাতে সবায়।
যাব ব্রহ্মলোকে এবে নাহি রক্ষা আর,
জানাব বেদনা যত ব্রহ্মার গোচরে,
কব কিবা বৃথা নামে গঠিলা আমায়
সহিবারে বিধি তব দানব দলন!
সৃষ্টি রক্ষাকারী আমি কাম অবতার,
মোরে হেলি সৃষ্টি লোপে কাহার শকতি?
অবশ্য অবশ্য তাহে ব্রহ্ম শক্তি লভি
দেখাইব বীরপনা দানব জগতে।"
এতেক কহিয়া রোষে রতীপতি যবে
বাহিরিলা গৃহ হতে বীর দর্প করি,
সকাতরে রতী তবে সহবতী কাছে
আরম্ভিলা জানাইতে মনের বেদন :—
"শুন, সখি! নাহি জানি হেন নিদারুণ
সুন্দ উপসুন্দ লাগি ঘটিবে আমায় ;
উপজিল নাথে ক্রোধ শ্রবণে যাহার
কতই প্রণয় তায় গণি প্রশমিতে।
ব্রহ্মা বলে বলী যদি হয় দোঁহে, সখি,
দেবের অসাধ্য হবে দানব জিনিতে,
লাজ পাবে প্রাণপতি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘনে ;
অমঙ্গল কত সেই উদিছে হৃদয়ে।
রতী বাক্যে প্রবোধিয়া সহবতী তবে
কহিলা মধুর ভাষে সান্ত্বনা বচনে :—
"কেন, সখি! ভাব তুমি অমঙ্গল হেন?
জনম কারণ যেই তুমি কান্তা যার,
সৃষ্টি লোপ তরে কভু ভাব কি বিধাতা
হেলিবে তোমার নাথে তুষিবে দানব
কাঁদায়ে তোমায়, সখি! জনমের মত?
নিশঙ্কিতে রহ গৃহে নাথের মঙ্গলে।"
এমতে বুঝায়ে রতী সহবতী তবে
কার্য্যান্তরে গেলা চলি প্রাপ্তির আগারে

তৃতীয় বিকাশ।

উজ্জ্বল আসনে বসি উজ্জ্বল বরণে,
চারিদিকে দেবগণ নানাবিধ সাজে,
একাধিক শিরে কত বিবিধ নয়নে
কুরঙ্গ তুরঙ্গ কত তাহে অনুগত,
অনুপম রূপরাশি বেষ্টিত বিধাতা
নক্ষত্র শোভিত যথা কিরীটের মাঝে
পূর্ণ শশধর সম ব্রহ্মার কিরীট
ঝল মলে হেলি কিবা আরম্ভিলা তবে:—
"শুন, দেবগণ! সবে আহ্বানি যে তরে—
ব্যথিতা ধরিত্রীমাতা অসুর জনমে,
একে, ভারগ্রস্থা সদা ক্ষত্রিয়ের ভরে,

জনার্দ্দন অংশে যাহেছ্‌লভি জন্ম রাম
তিন সপ্তবার ক্ষত্র করিতে নির্ম্মূল,
বিফল প্রয়াসে কিবা মাতৃ হত্যা পাপে
লিপ্ত হ'য়ে ব্যস্ত এবে তীর্থ পর্য্যটনে।
ক্ষণ পূর্ব্বে ধরামাতা মম কাছে আসি
খেদিয়া কহিলা কত ভার্গব অবস্থা,
ক্ষত্রিয় বর্দ্ধনে, তাহে পাইয়া সময়
জন্মিছে অসুর কত মর্ত্ত্য সুখ লোভে।
প্রতিকার তরে তেই তোমা সবে ল'য়ে
যুক্তি করিবারে যেই আহ্বানি সবায়,
কিবা অসম্ভব তাহে সুতপা প্রবেশি
করিলা দুষ্কর্ম্ম হেন প্রকাশিয়া কাম।
যদিও সৃজিত মম কাম এ জগতে,
কিন্তু ভার্গবের সনে করিলে তুলনা,
জনার্দ্দন অংশে পাপ যদ্যপি সম্ভবে
অবশ্য সুতপা দায়ী স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিতে।
অবনীর কর্ম্ম করে তেই অবনীতে
কুম্ভীরত্ব লভিবারে শাপিনু তাহায়,
কিন্তু কাতরতা তার নেহারি সদয়ে
ভার্গব পরশে মুক্তি করিলাম বিধি ;
হেরিলা সাক্ষাতে যায় যত দেবগণ।
কিন্তু এক কথা কিবা কহিবারে লাজ,
শাপিনু সুতপা বটে কিন্তু হৃদাগারে
কামের উদয় যেন হয় অনুভব।"
এতেক কহিতে তথা অন্তরাল হ'তে,
সহসা প্রকাশি কাম বিধি পদে আসি
সভয়ে কম্পিত পদে নিবেদিলা তবে :—
"ক্ষম, প্রভু! নাহি জানি মূঢ় আমি তেই,
নরামর ত্রাস বৈরী জ্ঞাতি তপস্যায়
দানব প্রভুত্ব যাঁয় সৃষ্টিলোপ গণি,
বৃথা পরাক্রমে কিবা গঠিলা আমায়
সহিবারে পরাজয় দানবের করে,
তব দত্ত পরাক্রম ল'য়ে তব পাশে
আসিতে উদ্যত যেই বিদিতে বেদনা ;
সহসা সুতপা মম পরাক্রমে পড়ি
প্রকাশিলা কাম হেরি মেনকা অপ্সরা।
কিন্তু না সহিলা, প্রভু! কদাচার বোধে
শাপিলা সুতপা যবে হইল তরাস,
একান্তে রহিয়া তব স্থির চিত্ত লাগি
অপেক্ষায় আছি যবে নিবেদিতে পদে ;
সহসা আপনি কিবা লাজ তেয়াগিয়া
হৃদাগারে কাম তব করিলা প্রকাশ।
কাঁপিল হৃদয় মম হ'ল শাপ ভয়
নারিনু রহিতে আর ভীতে এক ভিতে,
হৃদাগারে কামোদয় বাক্য উচ্চারণে
হইনু বাহির পদে লইতে শরণ ;
দেহ পদাশ্রয়, প্রভু! মাগি সকাতরে
নিবেদিতে দুঃখ মম লভিতে অভয়।"
মৃদু আন্দোলিত যবে পাদপ নিচয়
হেলি দুলি চালে শির মন্ত্রণা হিল্লোলে,
সহসা প্রবেশি কিন্তু ভীম প্রভঞ্জন
ফিরায় সবার গতি সমদিকে যথা ;
দেবগণ পরিবৃত মন্ত্রণা ভবনে,
হিল্লোলিত শির মাঝে কামগতি পশি
সহসা সবার চিত্ত আকর্ষিয়া তায়,
আরম্ভিলা বিধি বাক্য শুনিবারে তথা :—
"কেবা তুমি কিবা ভয় কহ প্রকাশিয়া।"
বিধি বাক্যে কাম তবে কাতর হৃদয়ে
নিবেদিলা ব্রহ্মাপদে শুনাতে বারতা :—
"শুন, বিধি! কিবা আর কহিব তোমায়—
দক্ষিণ হস্তজ তব ধর্ম্ম মম পিতা,
ধরাধাম বাসী আমি কাম আখ্যা মম,
তব দত্ত পরাক্রমে বিদিত সংসার।
কিন্তু কিবা এবে, প্রভু! শুনি অসম্ভব—
তব মানসজ যত তনয়ের মাঝে,
মরীচি বংশজ দুই সুন্দ উপসুন্দ

মহা তপঃ করে কিবা ত্রিলোক জিনিতে,
রাখিতে দানব কীর্ত্তি জিনি মোরে তায়।
একে নহে বহুদিন, প্রহ্লাদ জীবন
গাহিছে সবার কাছে দানব চরিত,
তাহে কেমনেতে, প্রভু! পামর দোঁহায়
আত্ম সমর্পিব তোমা না কহি জীবনে?
ভাবিনু দানব যদি লভে তব বর
বৃথা হবে জন্ম মম, বৃথা পরাক্রম,
দানব জগতে তবে সংসর্গের গুণে
দানব হইয়া সবে খেদাইবে কাম;
সৃষ্টিলোপ হবে তায় গণি তব বরে।
তেই বিধি নিবেদিতে আসি তব পাশে
কামাসক্ত হেরি কিবা তোমা সবাকারে
কাতরে শরণ মাগি শাপ ভয় লাগি;
সহিলা সুতপা যায় হেরিনু সাক্ষাতে।"
কাম বাক্য শুনি হেন সলাজে অমনি,
সুতপার শাপ স্মরি কামে শান্তাইয়া
সুধা বিগলিত ধারে ভাষিলা বিধাতা :—
"নাহি ভয়, কাম! আর মম বরে তব।
কিন্তু এতক্ষণে বটে বুঝিনু কেমনে
মম হৃদে কাম যায় ঠেকিলা সুতপা।
ক্ষমিয়াছি তারে ক্ষমা করিব আবার
অব্যর্থ কামের গতি রাখিতে জগতে।
হয় হোক মম হৃদে পশিয়াছে কাম,
কিবা ক্ষতি গণি তায় মানস সন্তানে?
নহে একা কাম যদি ধরিত্রী জননী
ব্যথিতা দানব ক্রূর হিংসকের ভারে,
অবশ্যই উপকার বুঝি হেন কামে
এড়াতে বিপদ সুন্দ উপসুন্দ তপেঃ।
কিবা কহ দেবগণ যুকুতি ইহায়?"
বিধি বাক্যে পুরন্দর বুঝিয়া সুযোগ,
স্বর্গজাত চির বৈরী অসুর দলনে,
অব্যগ্র রাখিতে কাম নিজ ভোগ তরে
আরম্ভিলা বিধাতায় যুকুতি প্রয়োগে :—
"যেনা কহ, বিধি! তাহে কিবা আছে আন?
চিরদিন স্বর্গ-বৈরী দানব নিচয়,
স্বর্গ ত্যজি মর্ত্ত্য সুখ ভুঞ্জিবার সাধে,
মনুষ্য জনম লভি তপস্যায় পুনঃ
যাপিতেছে দিন যদি কি তায় বিশ্বাস,
মনুষ্য হইয়া নাহি জিনিবে স্বরগ?
অপযশ হবে তাহে বিধাতা সৃজনে।
বাধিবে তুমুল রণ নরামরে সদা,
লাজ পাব রণ ভঙ্গে ত্রাস পলায়নে,
মুদিবে অমরাবতী দানবেন্দ্র করে।
কেমনে উচিত তবে দানবে প্রসাদ?
কামের প্রভাব তাহে সমুচিত গণি।
নতুবা ধরায় জন্মি অসুর মানব
লভিলে অমর শ্রেণী হবে উপহাস,
নরামর বিভিন্নতা না রবে কখন
জগত হইবে লোপ দানব প্রতাপে।"
পুরন্দর বাক্যে ধাতা ভাষিলা সাদরে :
"নহে অসঙ্গত তব বাক্য, পুরন্দর।
নরামর ত্রাস যদি দানব জগতে,
সম ধরা মাতা কিম্বা কাম মত যায়,
অবশ্য বিধান তাহে বিনাশ সাধন
অক্ষুন্ন মানস কামে উৎপাদি সন্তান।
কিন্তু যদবধি নাহি জানি ভাল করি
সুন্দ উপসুন্দ কিবা যাচে ধরাধামে,
তদবধি কাম রেতঃ বিশ্বকর্ম্মা করে
সমর্পিব গঠিবারে আবশ্যক মত।"
এতেক কহিতে ধাতা, স্বস্তি স্বস্তি বাণী,
উচ্চারিত হ'ল কিবা ধ্বনিয়া চৌদিক।
পুলকিত হেরি তায় বিধাতা সবায়
বিশ্বকর্ম্মা প্রতি যেই ভাষিতে উদ্যত,
দশ দিক উজলিয়া দক্ষ পৌত্র তবে
তোষামোদে ভাবিলেক হেলায়ে কিরীট-

"কিবা অগোচর, প্রভু! তব কাছে মম?
দয়াময় তুমি মম করুণা নিদান,
জীবের আকর তুমি সবাকার ধাতা,
বিশ্বস্রষ্টা হ'য়ে মোরে বিশ্বকর্ম্মা করি
তব সম আখ্যা যদি দিয়াছ যতনে;
ইচ্ছার বিকার তব, তুমি ইচ্ছাময়,
অবশ্য পালিব আজ্ঞা করিয়া ধারণ।
কাম পরাজয় সুন্দ উপসুন্দ জয়
কভু কি সম্ভবে ইচ্ছা বিরুদ্ধে তোমার?'
হেন কহি বিশ্ব কর্ম্মা কমণ্ডলু ল'য়ে
নত শিরে ব্রহ্মাতলে ধরিতে সহসা,
ব্রহ্ম শক্তি মার্গ হ'তে ইচ্ছার বিকার
স্খলনে পূরিল কিবা বিশ্বকর্ম্মা দ্রোণ।
দ্রোণ পূর্ণে বিশ্বকর্ম্মা বিধি বাক্য তরে
নিবেদিলা ব্রহ্মাপদে সমুৎসুক হৃদে:—
"কিবাদেশ, বিধি! তব পালিবারে এবে?"
উত্তরিলা বিধি তাঁয় সস্নেহ বচনে:—
শুন, বিশ্বকর্ম্মা! তোমা যেবাদেশ মম—
দেবগণ মাঝে তুমি একটি রতন,
বিশ্বের সৃজন কর্ম্ম বিদিত তোমায়,
অর্পিণু মানস কাম তব করে তেই
সৃজিতে যে মত মম হবে প্রয়োজন।
যাব ত্বরা মর্ত্ত্যে সুন্দ উপসুন্দ লাগি,
তপস্যায় কালপূর্ণ দোঁহাকার এবে,
যাচিব লইতে বর যেবা মনোনীত।
কিন্তু বিপরীত যদি বুঝি কিছু দোঁহে,
অমরত্ব লভিবারে প্রকাশে বাসনা,
কিম্বা কামে হেলি চাহে ত্রিলোক জিনিতে
অবশ্য বাগ্দেবী তায় প্রতিকার তরে
নিয়োজি ভাষায়ে দোঁহে অসতর্ক ভাব
তারিব ধরিত্রী মাতা দোঁহা ভার হ'তে,
সৃজিতে সন্তান তোমা আদেশিব তবে।"
এতেক কহিয়া বিধি মহেশ্বর পানে
কিরীট হেলায়ে তাঁয় ভাষিলা সাদরে:—
শুনিলা মানস যেবা, মহেশ্বর! মম
যেই তরে তোমা সবে আহ্বানি সভায়?
পূর্ণ ধরাধাম এবে দানব জনমে
সুন্দ উপসুন্দ যাহে আপাত প্রবল,
করিছে কঠোর তপঃ হিমালয়ে গিয়া,
কালপূর্ণ এবে প্রায় লভিবারে বর।
কিন্তু ডরি পাছে বর অসঙ্গত মাগি
ভারাক্রান্ত করে ধরা হিংসিয়া অমর,
মম্মাদেশে অগ্রে তেই সুতায় তোমার
শিখায়ে দানব কণ্ঠে করহ প্রেরণ।
কহিবে কন্যায়, যদি সুন্দ উপসুন্দ
অসঙ্গত মাগে বর, তবে কণ্ঠে বসি
কহিবে প্রণয় ভঙ্গে হইবে পতন।
আমিও তথাস্তু কহি রমণী প্রয়োগে
কাম বলে পরাজিব দানব দোঁহায়।"
বিধি বাক্য সমাপন নাহি হ'তে বিষ্ণু
রজোগুণ প্রকাশিয়া কহিলা চমকে:—
"এই কিবা বিধি, তব শুনি অসম্ভব!
সৃজিয়া আপনি চাহ অকাল বিনাশ?
তপঃ সিদ্ধ জনে নাহি তুষিয়া কেমনে
অকাল নিধন বাঞ্ছ নিয়োগি বাগ্দেবী
লভিবারে অপযশ সত্ত্বগুণে তব?
স্বর্গ ত্যজি ধরাধামে গিয়াছে দানব
পুনঃ তথা ভ্রষ্ট হ'লে কোথা যাবে আর?
তব সৃষ্ট আত্মা তাহে নিরাধার হ'য়ে
তোমারি হৃদয়ে পুনঃ হইবে বিলীন।
আত্ম লীলা বিনা তাহে না হ'বে প্রকাশ,
কিবা ফলোদয়, ধাতা! এ হেন সৃজনে
সম্পূর্ণতা নাহি যায় অকাল নিধন?
বক্ষপাতি সহিবারে পারি পদাঘাত
ধরা পাতি নার কিবা স্ব সৃষ্টি রাখিতে?
বৃথা সৃষ্টি ভার, ব্রহ্মা, হেরি তবোপরি।

দুষ্টের দলন আর শিষ্টের পালনে
জনার্দ্দন কহে মোরে সু আখ্যায় সবে,
কেমনে সহিব তব এ হেন ব্যত্যয়
নাশিবারে যুক্তি ভক্তে করিয়া ছলনা ?"
কিরণে কিরণ পশি ম্রিয়মাণ হ'য়ে
স্থূল অন্তরালে ক্ষীণ লুকায় যে মতি,
জ্যোতির্ম্ময় বিধি হৃদে বিষ্ণু বাক্য পশি,
অন্তর্হিত ম্রিয়মাণ হইয়া তেমতি
লুকাইল বিধি স্থূল বাক্য অন্তরালে :—
"কিবানাহিজ্ঞান, বিষ্ণু! তোমা আমা ভিন
নাহি কোন কালে তবু প্রভেদ কেমনে—
তুমি বিষ্ণু, আমি ব্রহ্মা, কিম্বা মহেশ্বর,
এক রেতেঃ একাধারে জন্মি মূর্ত্তি তিনে
বিভিন্ন হৃদয়ে কেন বিরাজি জগতে ?
আমি স্রষ্টা, তুমি পাতা, মহেশ্বর হন্তা,
হৃদয় বৈষম্যে মাত্র ভিন্ন কার্য্য ভার ;
মম জাত আত্মা তেই বৈষম্য কারণে
অসময়ে পায় লয়, কেবা রোধে তায় ?
যোগ্যতা নহিলে যদি নাহিক বাধান ?
নহে ভাবি দেখ মনে মহাবিষ্ণু অংশে
আমা সম কত জীব জন্মিছে জন্মিবে,
কিন্তু কেহ ক্ষণ স্থায়ী কেহ ততোধিক
নশ্বর শরীরে কেন ভুঞ্জিছে জগত ?
কেনবা দ্বিতীয় বিষ্ণু তুমি সবা হতে ?
নিশ্চয় যোগ্যতা রোধে অকাল নিধন।
কিন্তু কেবা যোগ্য বল প্রকৃতি সুখদ ?
কেহ নয় তেই যোগ্যে মোরাও বিবিধ,
চিত্তবৃত্তি রুচির ভিন আদি সে কারণ,
ইথে অসম্ভব কিবা দানব অকালে
আত্ম দোষে পাবে লয় যোগ্যতা বিহনে,
বিলীন হইবে পুনঃ হৃদয়ে আমার !
মম দোষ তেই বিষ্ণু নাহি লও মনে।"
বিধাতার বাক্য শুনি বিষ্ণু সবিস্ময়ে
জিজ্ঞাসিলা পুনঃ হেন নৃশংস বারতা :—
"বাগ্দেবী নিয়োজি যদি নাহি ফল ঘটে
কি ভাব উপায় হেন দানব দলনে ?"
উত্তরিলা বিধি তবে সানুরক্ত হৃদে :—
"কিবা নাহি প্রতিকার আছে এ জগতে ?
দুরন্ত দানব কুল করিবারে লয়
মন্ত্রণার সাধ্যাতীত যদি, বিষ্ণু ! গণি,
পূর্ণ জনার্দ্দন যিনি নীলাভ তমস্বী,
ঋষভী আবর্ত্তী হ'য়ে অধ্যূঢ় ঋষভ,
প্রকৃতি পুরুষ প্রায় অধিমাত্রে সহি
তামসিক দ্বন্দ্ব, যার প্রকৃতি লাঞ্ছনে,
সহিষ্ণুতা হ'তে ব্যক্তে অধিভূত ভয়ে
স্বোদ্ধারে প্রকৃতি পর হ'তে অকাতর,
প্রকৃতি গরভে তেই ভ্রমি অংশ ক্রমে
প্রকৃতিস্থ জন্ম দানে কতই মোদের,
প্রকৃতি সুখদ যোগ্য তবু না সম্ভবে
মহাবক্ষা যিনি মহাপ্রকৃতি বেদনে,
ধ্যানাতীত হেন বর সহিষ্ণু পরমে
মহাবিষ্ণু ধ্যানে জ্ঞাপি আসুরী প্রকৃতি,
জন্মদানে দেবগণে নর অবতারে
সম্মুখ সমরে নাশ করিব অসুর।
কিন্তু ফলোদয় তাহে নাহি যদি ঘটে,
জনার্দ্দন তুমি যদি অবনীর তরে,
স্বয়ম জনম লভি অবতার হ'য়ে
অবশ্য ভার্গব সম করিবে বিহিত।
ইথে কিবা ভাব বিষ্ণু অবোধের মত ?"
হেন শুনি ব্রহ্মা প্রতি বিষ্ণু উত্তরিলা :—
"ত্রাস গণি, বিধি ! তোমা বাক্য নিঃসরণে
নহে মম অংশে যদি ভার্গব জনমি
ভূভার হরিতে পাপ সঞ্চারিল তায়,
কেমনে বা হত্যা পাপ আমি তথা হেলি
ধরিব মানব দেহ অসুর জিনিতে ?
উদ্ধারিব পাপ হতে কোন্ বিধি বলে ?

প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি পর প্রকৃতিস্থ হ'য়ে
ভুঞ্জিব নিয়তি মাত্র পার্থিব যোগ্যত্বে,
ভার্গব অথবা যাহে সুতপা প্রমাণ।"
বিষ্ণু বাক্যে মহেশ্বর উত্তরিলা তবে :—
"সংহারের লীলা কিবা অজ্ঞ, বিষ্ণু! তু মি
স্রষ্টা সৃজি ত্যজে তুমি পাল বটে তা য়,
আত্মার বৈষম্যে মাত্র যোগ্যতা বিহনে
তমোময় হইয়া নাশি তমস্বী যতেকে
অধ্যূঢ়া প্রকৃতি ভব নাশিনী সন্তোষে;
স্রষ্টা পাতা দেশ, তায় কি সাধ্য নিবারে
যদি না স্ববক্ষ পাতি সহে ভক্ত তরে?
ভৃগু বা ত্রিপুর সাক্ষ্য গয়াসুর যায়
ধন্দাসুর বংশ লাগি সহিলা আপনি।
অংশ তারতম্যে হেন চিত্রপুর ভিন।"
মহেশ্বর বাক্যে পুনঃ কহিলা বিধাতা :—
"তেই ধরামাতা যবে মম পাশে আসি
বিলাপি কহিলা হেন অসুর বারতা,
বুঝিনু অযোগ্য ভবে অসুর নিচয়,
হিংসা বৃত্তি মাত্র বিশ্বে হতেছে প্রবল,
বৃথা ভার বহে তায় ধরিত্রী জননী;
সংহার উচিত যাহে গণিনু হৃদয়ে।
শান্ত্বাইনু তেই তারে আশ্বাস বচনে—
সহজে অসুর যদি নাহি ত্যজে ধরা
নর রূপে জন্মাইব যত দেবগণে,
অথবা সাধিব যেবা হবে প্রতিকার।
তেই, মহেশ্বর! তুমি না কর বিলম্ব,
বুঝাইয়া কহ গিয়া বাগ্দেবী সুতায়
পালিতে আদেশ মম রক্ষিতে জগত।"
বিধি বাক্য শুনি হেন তথাস্তু উচ্চারি
ব্রহ্মলোক ত্যজি যবে গেলা মহেশ্বর,
ফুল্ল চিতে বিধি পদে নিবেদিলা কাম :—
"কিবা দেশ মোরে, প্রভু! কহ তব এবে?"
কাম নিবেদনে হেন উত্তরিলা বিধি :—

কিবা কললাদর এবে তিষ্ঠি পাশে মম?
যাহ ধরাধামে মম মঙ্গল উদ্দেশ্যে,
আমিও যাইব ত্বরা উদ্দেশ্য সাধনে,
নেহারিবে মোরে যথা সুন্দ উপসুন্দ।"
এতেক কহিয়া বিধি বিশ্বকর্ম্মা পানে
ফিরায়ে নয়ন তাঁয় কহিলা সাদরে :—
"শুন, বিশ্বকর্ম্মা, আর যত দেবগণ,
আজিকার মত সবে সভা ভঙ্গ করি
মমাদেশে লভ গিয়া বিশ্রাম স্বাগারে
আসিও স্মরণে পুনঃ আবশ্যক মতে।"
বিধি বাক্য শুনি হেন গাত্রোত্থান করি
চলিল অমর বৃন্দ, গ্রহাবলী যথা
ছুটিল চৌদিক বেড়ি বিশ্বের তপন।
একে একে গত সবে হেরি রতী পতি,
বিধিবাক্যে দেব সভা ত্যজিয়া পুলকে,
ধরাধামে আসি অগ্রে প্রিয়াগারে পশি
হেরে কিবা ম্লানময়ী রূপসী ললনা
প্রাণপতি তরে বসি ভাসাছে দুকুল।
হেন কালে কামে রতী নেহারি সহসা
পুলকে মুছিয়া আঁখি গদ গদ ভাবে
সম্বোধিয়া নাথে যবে জিজ্ঞাসিলা রতী :—
"এ কিবা, জীবিতেশ্বর, আচরণ তব!
জ্ঞাতি তপে পরমাদ গণি মোরে ঠেলি
না জানি ধাইলা কোথা প্রতিকার তরে,
ভাবি অমঙ্গল মনে উদিছে প্রলয়,
তেই অগ্রে কহ, নাথ! কি তব বারতা।"
রতী বাক্যে কাম কান্ত আরম্ভিলা তবে :—
"কিবা ভয়ে, রতি! তুমি বিষাদিতা হেন?
জগত কারণ যেই বিশ্বব্যাপী কাম
হেলি তায় জিনে বিশ্ব সাধ্য হেন কার?
শত সুন্দ উপসুন্দ, হোক জ্ঞাতি বৈরী
বিশ্ব জেতা কাম কাছে কি তার বাধান?
মম অগ্রে পদানত দানব নিচয়।"

এতেক কহিয়া কাম যতন প্রকাশি
অধর চুম্বিতে রতী কহিলা সোহাগে :—
"তবাগ্রে দানব হেন পদানত, নাথ !
সত্য কিবা কহি মোর ঘুচাও সংশয়।
মম মনে লাগে কহ রঙ্গিতে কান্তায়,
কাপয়ে হৃদয়ে তেঁই তব অদর্শনে।
সত্য মিথ্যা যেবা, নাথ ! কহ বিবরিয়া
যুড়াক তাপিত হিয়া জ্ঞাতি বৈরীতায়।"
রতী বাক্যে কাম লাজে কহিলা সন্তাষি:—
"কিবা অসম্ভব, প্রিয়ে ! হেরহ আমায়
যাহে না বিশ্বাস তব হয় মম বাণী ?
কি আর কহিব, প্রিয়ে ! সহবতী যদি
থাকিত সমুখে এবে বুঝিত শুনিয়া,
কিমাধিক ধরি শক্তি নরামর ত্রাস
ব্রহ্মহৃদ ব্যস্ত যায় জ্ঞাতি কোন ছার।"
এতেক কহিতে তথা সহবতী আসি
প্রত্যাগত হেরি কামে কহিলা বিদ্রুপে :—
"আইলা কি রণ জিনি দানব সমরে ?"
মেঘাবৃত অন্ধকারে চপলা যেমতি
চমকি দ্বিগুণ তম বাড়ায় নয়নে,
রতী বাক্য নিপীড়িত আঁধার হৃদয়ে
সহবতী আগমন বিদ্রূপ চমকে
দ্বিগুণ আঁধারে কাম ভাবিলা তেমতি :—
"নহে উপহাস ইথে শুন, সহবতি,
কিবা ছার মম কাছে সুন্দ উপসুন্দ,
সাক্ষাতে হেরিবে যবে ব্রহ্ম বরে দোঁহে
মম করে দিবে প্রাণ কামাসক্ত হ'য়ে ;
বুঝিবে বুঝিবে তবে কি মম শকতি
অথবা অসাধ্য কিবা দানব জিনিতে।
নহে বহুক্ষণ আর ব্রহ্ম লোক হ'তে
আসিবেক ধাতা দোঁহে দিইবারে বর,
কহেছি সকলি তাঁহে ব্রহ্মলোকে পশি
দানব প্রভুত্বে হত মম পরাক্রম।
কিন্তু কিবা বিধি মুখে শুনিনু আপনি
ব্রহ্ম হৃদ ব্যস্ত যদি মম পরাক্রমে
কি ছার দানব নাহি হইবে বিজিত ?
বিধির সৃজন কভু খণ্ডিবার নয়
মম করে দানবের অবশ্য পতন।"
কাম বাক্যে সহবতী গদ গদ ভাষে
রতীর চিবুক ধরি ভাষিলা সপ্রেমে :—
"কেন, সখি ! ভ্রান্তা হেন ? হের তব নাথ
বিধাতা হৃদয় জিনি তব পাশে পুনঃ,
জুড়াল হৃদয় হেরি দোঁহায় মিলনে।
জগত কারণ যেই যাঁহে সবা গতি
কে পারে রোধিতে তাঁর অব্যর্থ প্রতাপ ?
তবু কেন ভাব, সখি ! হেন পতি তরে ?"
সহবতী ভাষ শুনি উত্তরিলা রতী :—
"কি আর কহিব, সখি ! স্বজন নহিলে
স্বজনের ব্যথা কভু নারে বুঝিবারে।
নাহি ভয় তবু হৃদ কাঁপয়ে কেমন,
অমঙ্গল বিনা নাহি মনে ভিন্ন গায়।
শয়নে স্বপনে কিম্বা কার্য্যান্তরে থাকি
নাথের বিপদ যেন সদা মনে জাগে।
মন নাহি মানে, সখি ! তেঁই ভ্রান্তা হেন।"
রতী সহবতী দোঁহে বাক্যালাপে যবে,
ব্রহ্মাদেশ মত কাম বুঝিয়া সময়
কহিলা দোঁহার প্রতি প্রণয় বচনে :—
"যাব হিমালয়ে সুন্দ উপসুন্দ লাগি
যেবা মোরে কহ দোঁহে যাইতে তথায়
উত্তরিলা রতী তাহে কাম কান্তে চাহি :—
"কি আর কহিব, নাথ ! হেরিতে বাসনা
সুন্দ উপসুন্দ কিবা করয়ে তপস্যা,
লহ মোরে সাথে তেঁই সার্থক জীবনে
হেরির ধাতায় তথা বর সম্প্রদানে।"
রতী বাক্যে কাম তবে সস্ত্রীক ত্বরায়
তপস্যা অঙ্গণ তরে করিলা গমন,

সহবর্তী কার্য্যান্তর ছল প্রকাশিয়া
স্বকার্য্য সাধিতে গেলা প্রাপ্তির মন্দিরে।

চতুর্থ বিকাশ।

উন্নত ভূপৃষ্ঠে কিবা রমণীয় স্থান,
দেবপ্রিয় শান্তিময় দক্ষের আলয়,
সুদূর বিস্তৃত নানা বন্ধুর চূড়ায়
প্রাকৃতিক বিভূষণে শোভিত ভূধর,
মর্ত্ত্যে যথা কেলি স্থান অমর বাঞ্ছিত।
কোথাও ঝরিছে নীর অভ্র ভেদী শিরে,
কোথাও তুষার রাশি খেলিছে সঘনে
কোথাও পাদপ শ্রেণী ক্রম নিম্নগামে
বিরাজিছে আকর্ষিতে কেলি মত্ত মন।
কোথাও শ্বাপদকুল নিরজন পেয়ে
হুঙ্কারি জানাছে কিবা বিজন বারতা।
শুভ্রময় শুভ্র দেহে স্তরে স্তরে তায়,
পাষাণে পূরিয়া হৃদ দেহ বিস্তারিয়া,
অভ্র শিরে ক্ষিতি পদে মাতায়ে জগত,
কহিছে অনন্ত কাল বিশ্বের ব্যাপার—
বিশ্বকামী হ'তে বিশ্বকাম স্রাব যবে,
দ্রব্যগত তেজস্পুঞ্জ একত্র মিলনে,
চেতয়ক নিরঞ্জন অখিল অভ্রোত্থ
কিম্বা ভানু মূর্ত্তি ধর ব্রহ্মাণ্ডোত্থ প্রায়,
ব্রহ্ম তেজঃ সারাৎসারে দ্রব ধরা হ'তে
উদিল ভূধর কিবা হিমের আগার;
হিমালয় নাম তেই বিদিত সংসারে!
প্রথমে মৃত্তিকা ক্রমে পাষাণে প্রবর্ত্তি
জীবাবাস হ'ল যবে স্থিরত্ব তরে,
ব্রহ্ম দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠে লভি দক্ষ জনম
পঞ্চাশত কন্যা ক্রমে জন্মাইলা তথা।
পুত্র মাত্র অষ্টবসু বস্থ হ'তে পুনঃ
হুতাসন বিশ্বকর্ম্মা আদির জনমে
মৃগ সিংহ ব্যাঘ্র কত জন্মিয়া পাশব।
হেন মতে সত্ব রজঃ তমোগুণাধারে
শোভিলা সে হিমালয় দক্ষালয় হ'য়ে,
হরিতে মহেশ চিত দক্ষকন্যা রূপে,
পরিণয়ে মহানটে মিলাতে পার্ব্বতী;
বাগ্দেবী সন্তান আদি জনমিলা যায়।
কিবা শোভা মনোলোভা ধরা ধরে তবে
পদ্মরাগ মণি যথা দক্ষ কন্যাগণ,
কিম্বা মেঘে সৌদামিনী হাসি হাসি খেলি
মাতাইলা দেবগণে মর্ত্ত্য সুখ তরে।
দেখিতে দেখিতে ক্রমে পূর্ণ ভোগময়,
সবাকার চিত্তহারী স্বর্গস্থান প্রায়
হেরি ধরাধর বক্ষ, যতেক দানব,
মর্ত্ত্য সুখ লোভে আসি জন্মিলা ধরায়।
তেই ভারাক্রান্ত হৃদে ধরিত্রী জননী
জ্ঞাপনান্তে ব্রহ্ম-পদে দুঃখের বারতা,
ব্রহ্মা বাক্যে মহেশ্বর হিমালয়াগত
কহিবারে ব্রহ্মাদেশ বাগ্দেবী সুতায়।
একে কেলি মত্ত তাহে পার্ব্বতী সকাশে
লজ্জা ত্যজি মহেশ্বর আরম্ভিলা বাণী:—
"শুন, বাগীশ্বরি! আর পর্ব্বত দুহিতা,
বিধি বাক্যে কহি যেবা পালিতে আদেশ
সুন্দ উপসুন্দ দোঁহে দানব প্রধান,
করিছে কঠোর তপঃ ধরাধর মূলে
লভিবারে ব্রহ্ম-বর ত্রিলোক জিনিতে।
কালপূর্ণ এবে বিধি বরিবারে দোঁহে
ধরাধামে আসি যবে যাচিবেক বর
অসঙ্গত যদি তবে বাঞ্ছয়ে দানব,
শুন, বাগীশ্বরি! কহি দোঁহা কণ্ঠে বসি
কহিবে প্রণয় ভঙ্গে হইবে পতন।
সুতায়, পার্ব্বতি! আজ্ঞা দেহ পালিবারে।"
মহেশ্বর বাক্যে হেন সিহরি পার্ব্বতী
কহিলা মধুর ভাষে সহিতা সুলভে:—
"কিবা সদা শুনি, নাথ! হিংসা তব কাছে?
এতই কি তমোময় হৃদয় তোমার

না পশে মমতা মাত্র জীবের কারণে,
অকাতরে সহ তেই জীবের নিধন ?
ডরি, নাথ, হে'রি তব আচরণ হেন।"
স্রোতবতী নদী যবে প্রবাহিণী হ'য়ে
বহি যায় নাহি যথা প্রতিবন্ধ মানে,
পার্ব্বতীর বাক্য ঠেলি মহেশ্বর তথা
আরম্ভিলা নিরমম নিঠুর বচনে :—
"কেন, প্রিয়ে! অকারণে মম বাক্য হেলি
নিরন্তর প্রতিবাদে বাধাও কোন্দল ?
কহ শুনি কিবা নাহি জান তুমি, সতি!
জনমিলে মৃত্যু সর্ব্বে নাহিক এড়ান,
নশ্বর জগতে কেবা অনশ্বর রবে ?
তেই কহি প্রতিবাদ তেয়াগি, পার্ব্বতি,
অধ্যূঢ়া প্রকৃতি তব নাশিনী ত তুমি,
আদেশ কন্যার তবে দানব পতনে।
নহে তব সনে দেখা নাহি হবে আর
থাকহ দানব ল'য়ে তব কুলপ্রিয়,
তব সনে পঞ্চানন দর্শন ফুরাবে
রহিব শ্মশানে সদা ত্যজি হিমালয়।"
উত্তরিলা মহেশ্বরী পতি ভাষ শুনি :—
"নাহি বুঝি কিবা, নাথ! কহ অবলায়।
নশ্বর জগতে যদি নশ্বর সকলে
নহি কি জগত জীব তুমি আমি, নাথ ?
বিবরিয়া কহি মোর ঘুচাও সংশয়।"
হৈমবতী বাক্যে তবে কহিলা মহেশ :—
"সত্য জগতের জীব তুমি আমি, প্রিয়ে।
কিন্তু ভাবি দেখ মনে অম্বু বিন্দু যথা
নিধি ত্যজি শুষ্ক স্থানে ক্ষণমাত্র রয়,
যোগ্যতা বিহনে তথা অনুচিত স্থানে
ক্ষণ স্থায়ী হয় জীব লয় পায় স্বতঃ,
যাহে মোরা জন্মি হ'য়ে পুরুষ প্রকৃতি।
তেই, প্রিয়ে! বারম্বার কি তোমা বুঝাব
পরমেশ ত্যজি যেই ভিন্ন মতি করে,
শুষ্কস্থানে বিন্দু সম শুকায়ে স্বয়ংস্বঃ,
স্বভাবতঃ লভে জীব অযোগ্য কারণে।
কি আর কহিব, প্রিয়ে! স্বল্পবুধা তুমি,
ততোধিক তব পিতা দক্ষ জ্ঞানহীন,
অহর্নিশ মম সনে দ্বন্দ্ব করি তেই
যজ্ঞ বাঞ্ছা করে কিবা বর্জ্জিতে আমায়।
হয় হোক তাহে নাহি ক্ষতি গণি আমি,
দক্ষ যজ্ঞে মম লোপে অবনী মণ্ডলে
দেবগণ মাঝে নাহি টুটিবে গৌরব,
হত্যাযোগ্য দোষ তাহে মোরে না ঘটিবে
সাধিব ধাতার কার্য্য মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে।
ইথে কার সাধ্য, সতি! রোধিবারে মোরে?"
হেন কহি ক্রোধে হর কম্পানিত যবে
ভীতা দক্ষ কন্যা তাঁয় কহিলা কাতরে :--
"কিবা জানি মূঢ়া আমি তব ক্রিয়া বিধি?
যেবা ইচ্ছা কর, নাথ! বিধাতা আদেশে।
এতেক কহিয়া চণ্ডী কন্যা করে ধরি
স্নেহ প্রকাশিয়া যবে কহিলা যতনে :—
"শুন বাছা! ধাতা কার্য্য সাধিতে তোমায়
সুন্দ উপসুন্দ কণ্ঠ হইবে জিনিতে,
তপঃ পূর্ণ আজি বিধি দিবে বর দোঁহে,
তাহে অসঙ্গত যদি যাচয়ে দানব,
দোঁহাকার কণ্ঠ হ'তে পুনঃ সাধি বিধি
কহিবে প্রণয় ভঙ্গে হইবে পতন।"
পার্ব্বতী বচনে স্বস্তি কহি বাগীশ্বরী
মহেশ্বর সনে গেলা ধরাধর মূলে,
উৎসুক হৃদয়ে দোঁহে অগ্রসর করি
চলিলা পার্ব্বতী যথা সুন্দ উপসুন্দ।
কিবা সে ভীষণ স্থান দোঁহাকার তপেঃ,
স্তূপাকার কাষ্ঠরাশি, অঙ্গার কোথাও
কালব্যাপী বিবর্ণীত প্রস্তর বরণে।
কোথাও ভস্মের স্তূপ ধূলিময় হ'য়ে;
ফল পত্র বিগলিত স্থানে স্থানে কত,

প্রকাশ করিছে কিবা কাল ব্যাপী ক্লেশ।
এবে নিরাহারে তাহে বসি দুইজন,
জটা শিরে শ্মশ্রুধারী অস্থি চর্ম্ম সার,
ভস্মাল্প কঙ্কাল ময় লম্বিত নখরে,
একাসনে নিমীলিত মৃদু মন্দ শ্বাসে
করিছে দানব তপঃ নরামর ভীতি;
গ্রাসিতে জগত যথা সম্মুখ শ্মশানে।
মুমূর্ষু যাপিত হেন সুভীষণ স্থানে,
একে একে চারি দিকে সমায়াত সবে
হেরিতে দানব দ্বয়ে বিধি বরদান।
শোভিল অমর বৃন্দ নর যেবা যত,
পাইল বারতা হেন, দানব চৌদিকে;
কতক্ষণে আসি তবে বাহ্যিক সস্নেহে
আরম্ভিলা ধাতা তপঃ কৃশদ্বয় আগে:—
"হেরহ, দানবদ্বয়, নয়ন উন্মীলি,
উপনীত ব্রহ্মা আমি সমক্ষে দোঁহার,
জপ পূর্ণ এবে বর লহ মনোনীত।"
বিধি বাক্যে ধ্যান ত্যজি দানব দোঁহায়
আঁখি মেলি হেরে কিবা নয়ন মোহন
বিরাজিত হংস রথে, পদ্মপাণি ধাতা,
চতুর্ম্মুখে বরদানে উদিত ধরায়।
বহ্বায়াস লব্ধ বিধি পাইয়া সম্মুখে
কৃতার্থ মানিয়া দোঁহে ভাষিলা ধাতায়:—
"তুষ্ট এবে, বিধি! যদি দেহ বর দোঁহে
অমরত্ব লভি যেন কৃপায় তোমার।"
দানবের বাক্যে ধাতা সিহরি হৃদয়ে
কহিলা মধুর ভাষে ভুলাতে ছলনে:—
"কিবা বৃথা আকিঞ্চন তোমা দোঁহে শুনি?
এতকাল করি ক্লেশ অবোধের প্রায়
অমরত্ব লোভে কেন ব্যর্থয় সে সবে,
জনমিলে মৃত্যু যদি সবার নিয়তি?
নহে ভাবি দেখ মনে নশ্বর জগতে
কেবা স্থির নহে যার নিয়তি প্রধান?
আমি যে বিধাতা হেন সবাকার গতি
জগাকৃষ্ট হের কিবা নিয়তি কারণে।
কে পারে করিতে তেই অমর কাহায়
স্বতঃ সিদ্ধগুণে যদি না লভে যোগ্যতা?
আমারি পতন যায়, তুচ্ছ ত দানব।
অমরত্ব বিনা এবে যথা যোগ্য বর
অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে দোঁহে লহ মম কাছে।"
আসন্ন বিপদ যবে হয় সম্মুখীন
তত্ত্ব জ্ঞান হরে যথা কুবুদ্ধি সঙ্গম,
সুন্দ উপসুন্দ দোঁহে সম্মুখ বিপদে
কুবুদ্ধি প্রশ্রয়ে কিবা ভাষিলা অজ্ঞানে:—
"অমরত্ব বিনা, প্রভু! কি আছে জগতে
যাহে নাহি তুচ্ছ গণি কঠোর তপস্যা,
লভিবারে বর তুমি ব্রহ্ম সনাতনে!
তেই প্রভু যদি তুমি সাক্ষাত বিধাতা
তুষ্ট এবে বর দানে দোঁহাকার তপেঃ,
তবে নিবেদন শুন অমরত্ব বিনা
এ জগতে ভিন্ন সাধ নাহি তব পদে।"
সুন্দ উপসুন্দ ভাষ শুনিয়া বিধাতা
ক্ষুণ্ণ মনে ক্রোধ দৃষ্টে মহেশ্বর তরে
হেরিতে চৌদিক তথা বাগ্দেবী সহসা
দানব পশ্চাত হ'তে ভাষিলা ইঙ্গিতে:—
"জিনিতে দানব কণ্ঠ এই কি সময়?"
বাগ্দেবী সঙ্কেতে বিধি সম্মতি প্রদানে
দানব দোঁহার কণ্ঠ আশ্রয়ে বাগ্দেবী
আরম্ভিলা সুমধুর পারত্রিক ভাষ:—
"ক্ষম, প্রভু! নাহি জানি জগত বারতা।
একান্তই জীব যদি নিয়তি অধীন,
বঞ্চিত লভিতে বর অমরত্ব পদ,
যোগ্যাযোগ্য তাহে যদি প্রধান কারণ;
তবে এই বর, প্রভু! দেহ দোঁহে দান—
দোঁহার প্রণয় ভঙ্গে হইবে পতন।"
এতেক কহিতে দোঁহে তথাস্তু উচ্চারি

অন্তর্দ্ধান হ'য়ে ধাতা ব্রহ্মলোকে পশি
বিশ্বকর্ম্মা তরে যবে করিলা স্মরণ,
রেতঃ পূর্ণ দ্রোণ হস্তে বিশ্বকর্ম্মা তবে
দ্রুতপদে আসি তথা কহিলা ধাতায় :—
"কিবাদেশ তরে, প্রভু! আনিলা স্মরণে?
উপনীত বিশ্বকর্ম্মা পালিতে তাহায়।"
বিশ্বকর্ম্মা বাক্যে বিধি ভাষিলা সাদরে:—
"শুন, বিশ্বকর্ম্মা! যেবা হেরিনু ধরায়,
ভোগস্থান মর্ত্ত্যে বটে দক্ষালয় এবে,
সুন্দ উপসুন্দ তেই দুর্জ্জয় দানব
অমর হইয়া সাধ ভুঞ্জিতে তথায়।
নিয়তির বাধ্য কিন্তু করিবারে দোঁহে,
বাগ্দেবী নিয়োজি কিবা ভাষানু সদর্পে,
দোঁহার প্রণয় ভঙ্গে হইবে পতন।"
তেই শুন কহি এবে মমাদেশ যেবা—
হেন ভোগ মত্তদ্বয় প্রণয় ভাঙ্গিতে
সুরূপা রমণী সদা অব্যর্থ উপায়।
কিন্তু হেন রূপরাশি ভোগস্থান বিনা
কভু না সম্ভবে তেই দক্ষালয় হ'তে
সঞ্চিয়া করহ হেন রমণী সৃজন,
দৃষ্টিমাত্রে মোহে যাহে দানব হৃদয়।
মম কাম রেতঃ হবে সে রূপ আধার।"
বিধিবাক্যে বিশ্বকর্ম্মা নতশির করি,
তথাস্তু বচনে ল'য়ে ধাতার বিদায়,
ত্রৈলোক্য বিজয়ী মর্ত্ত্যভোগস্থানে আসি
তিল ক্রমে রূপরাশি সঞ্চি সবা হ'তে
গঠিলা রমণী এক অপূর্ব্বা রূপসী।
কিবা সে রূপের কান্তি কে দিবে তুলনা?
কা'র কেশ, কা'র ভাল, কা'র ভুরু, আঁখি,
কা'র নাসা, কা'র শ্রুতি, কা'র ওষ্ঠ, গণ্ড'
কা'র গ্রীবা, কা'র কণ্ঠ, কা'র বাহুদ্বয়,
কা'র বক্ষ, কা'র নাভি, কা'র বা নিতম্ব,
কা'র উরু, কা'র পদ, কা'র নখ, রঙ্গ,
কা'র আয়তন, কা'র সুবেশ, বিন্যাশ,
একত্রে সমষ্টি হেন তুলনা কোথায়
তিলোৎপন্না তিলোত্তমা বিনা এ জগতে?
তেই একা তিলোত্তমা, জগত মোহিনী
বিশ্বকর্ম্মা গৃহে যবে বিগত শৈশবে,
প্রথম যৌবন ল'য়ে রূপের শোভায়,
সঙ্গিনী বিহীনা বসি শ্বাপদ বেষ্টিতা,
বিষাদিতা উথলিছে শোকের উচ্ছ্বাস,
সহসা পশিয়া গৃহে বিশ্বকর্ম্মা তবে
জিজ্ঞাসিলা সকাতরে তিলোত্তমা প্রতি:
"কেন, তিলোত্তমা! আজি কাতর হৃদয়ে
বিষাদিতা বসি হেন সতৃষ্ণ নয়নে,
ত্যজিয়া বাৎসল্য ক্রীড়া শ্বাপদ খেদায়ে?
বাল্যাবধি চিরদিন শ্বাপদে লইয়া
ভ্রাতা ভগ্নী স্নেহে খেল নানাবিধ রঙ্গে,
আজি আচম্বিতে কেন বিকৃত স্বভাবে
বসিয়া বিরলে হেন বাল্য খেলা ত্যজি?
উদিত হৃদয়ে কিবা কহ তিলোত্তমা?
শ্বাপদ সন্তান হ'তে সমধিক স্নেহে
পালি তোমা সযতনে সন্তান সমান,
নাহি ভাবি ভিন কভু শ্বাপদ তোমায়,
তথাপি হৃদয়ে কেন এ ভাব উদয়?
কিবা দুঃখে বিষাদিতা তিলোত্তমা আজি
বিবরিয়া কহি মম ঘুচাও সংশয়?"
উত্তরিলা তিলোত্তমা বিশ্বকর্ম্মা ভাবে:—
"ক্ষম অপরাধ, পিতঃ নাহি ভাব ভিন,
স্নেহের ব্যত্যয় কভু নাহিক তোমার,
নাহিক বিকার কিম্বা হৃদয়ে আমার।
কিন্তু পিতঃ শুন কিবা উদিত হৃদয়ে—
একা আমি কন্যা কিবা শ্বাপদের দলে
পিতৃ সম্বোধনে তোমা কহিবারে তাব!
নহে হের চারিদিকে অসংখ্য শ্বাপদ,
ভীষণ নিনাদে যথা বিদারে জগত,

শ্রবণ বধির প্রায় যাহে অহর্নিশ,
সন্তান বাখানে তব যাদের আদর,
এ হেন শ্বাপদ মাঝে না জানি কেমনে
ভিন্নাকারে জন্ম মম পালনে তোমার!
সংশয় উদয় তেই এ মম জনমে।"
আঘাত পাইলে যথা শব্দ নিঃসরণে
ধাতুর পার্থক্য ঘোষে আপন স্বভাবে,
তিলোত্তমা বাক্যে তথা বিশ্বকর্ম্মা হৃদ
বাজিল ঘোষিতে কিবা জনম প্রভেদ :—
"ক্ষান্তা হও, বাছা! তব ত্যজ দুঃখ হেন,
জনম সংশয় হৃদে না গণি অযথা,
বিবরিয়া কব তেই তুষিবারে তোমা
হৃদয়ে গ্রথিত যেবা জনম বারতা—
নহ সত্য, তিলোত্তমা! তনয়া আমার;
ব্রহ্ম রেতেঃ জন্ম তব উদ্দেশ্য সাধনে,
যোজক কেবল আমি বিধাতা আদেশে,
পালনে বৰ্দ্ধিত স্নেহে তনয়া গণনা।
শ্বাপদ সন্তান বর্গে যেবা স্নেহ মম,
ততোধিক স্নেহ তোমা করি তিলোত্তমা।"
স্নেহ ভাষ শুনি হেন উৎসুক হৃদয়ে
নিবেদিলা তিলোত্তমা বিশ্বকর্ম্মা পদে :—
"কি হেন উদ্দেশ্য? তাত! কহ মোরে শুনি
উত্তরিলা বিশ্বকর্ম্মা সস্নেহ বচনে :—
"শুন, বাছা! কহি যেবা উদ্দেশ্য তোমায়।
দুরন্ত দানব কুলে সুন্দ উপসুন্দ
জপিল কঠোর যবে ব্রহ্ম বর লাগি,
ভুঞ্জিতে মরত সুখ অমরত্ব লভি,
ধরিত্রী জননী সনে বিশ্বব্যাপী কাম
কাতরে ধাতার পদে নিবেদিতে তায়,
কাম বলে ধাতারেতেঃ সুরূপা সৃজনে
আদেশিয়া বিধি মোরে উপায় স্থিরিয়া
বধিতে দানবদ্বয়ে তব রূপে মোহি।
তেই তিল তিল ল'য়ে সর্ব্বরূপ হ'তে
একাধারে রূপেশ্বরী তিলোত্তমা তুমি।
কিন্তু কি বুঝিবে, বাছা! নিজ রূপ নিজে
জগত প্রলয় তরে যে রূপ সঞ্চিত,
হেন অসামান্য রূপে ধাতাদেশ বিনা
সম্ভবে কি অসময়ে অন্যত্র স্থাপন?
শ্বাপদ সন্তান মাঝে তেই তুমি বাছা।"
বিশ্বকর্ম্মা বাক্যে কন্যা উত্তরিলা তবে :
"কেমনে সম্ভব, তাত! হেন নিদারুণ
জনম বারতা মম সহিতে নিদয়ে?
আছে ত জগত জীব কত শত আর,
হেরি তোমা তব বাক্যে করি অনুমান,
তবে বা কেমনে মোরে এ হেন উদ্দেশ্যে
পীড়িতে গঠিলা বিধি ভিন্নে না নিয়োজি?
কর্ম্ম হেতু কিবা সত্য কহ মোরে, তাত?"
শান্তাইলা বিশ্বকর্ম্মা এ হেন জিজ্ঞাসে :—
"নহে অসম্ভব, বাছা! কর্ম্ম হেতু বিশ্বে
স্থাবর জঙ্গম রূপে বিরাজে কতই।
কিবা ছার তুমি, কত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,
দেবতা তেত্রিশকোটি জন্মাজন্মদাতা
কর্ম্ম হেতু ফিরে যদি প্রতি স্বর্গে কত;
তবে বা কেমনে নাহি নিসর্গ লীলায়
সম্ভবে তোমায়, বাছা! এ হেন জনম?
অনন্ত আণক ভূত মহাবিষ্ণু অংশে
প্রকৃতি প্রপঞ্চ স্রোতে ত্রিগুণ বিপাকে
হতেছে বিশ্বক কত উত্থান পতন।
তাহে কেহ ক্ষণস্থায়ী সুকোমল অতি,
কেহ দীর্ঘব্যাপী দৃঢ় চরাচর গত,
কর্ম্মাবদ্ধ সবে, বাছা! অংশের পর্য্যায়ে।
কালাকাল নাহি কিম্বা কর্ম্ম শুভাশুভ,
দৈবাধীনে মাত্র একে অন্যে প্রয়োজনে,
আণক সামর্থ্য ক্রম নিয়তি সঙ্গমে,
নিরুপায়ে সহে জীব সংযোগ বিয়োগ।
সহজ সংযোগ সমে, অসমে ব্যাবৃতি,

ভূতমাত্র হ'য়ে যায় শূন্য দেহ ধরি
প্রকাশে যাতনে জীব প্রকৃতি বেদন
প্রকৃতিস্থ হ'তে সমে আধার মিলনে।
তবে কিবা দুঃখ, বাছা! এ ভব সংযোগে
কর্ম্ম হেতু দৈব ভোগ যোনি ক্রমে যদি?
হেন শুনি তিলোত্তমা ভাষিলা কাতরে:
"প্রাকৃতিক কর্ম্ম হেতু যদি জন্ম মম,
কত দিনে প্রয়োজন হবে মোরে তাত?"
উত্তরিলা বিশ্বকর্ম্মা আশিষিয়া তায়:—
"উদ্দেশ্য সাধিকা, বাছা! হও মম বরে,
সময় আগত মাত্র ধাতাদেশ গৌণ।"
এতেক কহিতে তথা ব্রহ্মদূত আসি
বিশ্বকর্ম্মা সম্ভাষণে কহিলা সাদরে:—
"শুন, বিশ্বকর্ম্মা! মোরে বিধাতা আদেশ,
তিলোত্তমা সনে তোমা ল'তে ব্রহ্মলোকে।
পুনঃ দেব সভা তথা প্রতিষ্ঠিত এবে
সুন্দ উপসুন্দ লাগি স্মরিবারে তোমা;
যেবা ইচ্ছা ব্রহ্মাদেশ পালিতে প্রকাশ।"
ভাষিলেক বিশ্বকর্ম্মা ব্রহ্মদূত বাক্য:—
"স্মরণ মাত্রেতে যাঁর সমাগম তথা
কিবা সাধ্য হেলি তোমা লঙ্ঘিতে বিধাতা?
অবশ্য ধাইব, দূত! তিলোত্তমা ল'য়ে।"
হেন কহি তিলোত্তমা সম্ভাষি ভাষিলা:
"শুন বাছা! হের দূত বিধাতা আদেশে
লইতে তোমায় এবে ব্রহ্ম সভা মাঝে,
সফলিতে জন্ম তব উদ্দেশ্য সাধনে।"
পুলকে পূর্ণীতা কন্যা তথাস্তু উচ্চারি
ব্রহ্মা দরশনে ব্যগ্রা হইলা অমনি।
হেন হেরি বিশ্বকর্ম্মা তিলোত্তমা ল'য়ে
দূত সনে উত্তরিলা ব্রহ্ম নিকেতনে।
দেবগণ পরিবৃত ব্রহ্ম সভা মাঝে
বিশ্বকর্ম্মা সনে কন্যা ধীরে ধীরে পশি,
চমকি চমকি যবে সলাজ গমনে,

উদ্দেশিতে ব্রহ্মা কেবা আদি পিতা তার;
সহসা সবার নেত্র তিলোত্তমা পানে
স্তম্ভিল চপলা বোধে রূপের বিভায়।
নিরূপমা রূপরাশি একাধারে হেরি
দেবগণ মাঝে যবে প্রশংসা উঠিল,
জিজ্ঞাসিলা পুরন্দর বিশ্বকর্ম্মা প্রতি:—
"এই কিবা, বিশ্বকর্ম্মা! সৃজিতা তনয়া
দানব নিধন তরে বিধাতা আদেশে?"
উত্তরিলা পুরন্দর বাক্যে বিশ্বকর্ম্মা:—
"সত্য বটে, পুরন্দর! তব অনুমান।"
হেন শুনি পুরন্দর কহিলা বিস্ময়ে:—
"ধন্য, বিশ্বকর্ম্মা! তুমি ধন্য রুচি তব,
যাহে আজি নেহারিনু একাধারে হেন
জগতের রূপরাশি নয়নরঞ্জন,
সহস্র নয়নে যায় না পুরে বাসনা।
উদ্দেশ্য সাধনে বটে অব্যর্থ উপায়।
নহে হেন হীনবেশে কতদিন আর,
তেয়াগি অমরাবতী তেয়াগি বিভব,
ব্রহ্মলোকে যাপি দিন অমরেশ হ'য়ে?
তাহে নহি একা হের যতেক অমরে
যে দশায় আছি লাজে লুকা'য়ে বদন
বৃথা আঁখি, বৃথা শির, বৃথা বাহুশ্রেণী
সুরলোক বহে গণি দানব তুলনে;
অথবা দরপ বৃথা ব্রহ্মে সমাগমে,
ঘোষিছে জগত যদি দানব প্রাধান্য।
অমর অপেক্ষা শ্রেয়া গণিত ললনা
যাহে হেরি আশ এবে হ'তেছে উদয়।"
পুরন্দর বাক্যে বিধি তিলোত্তমা রূপ
সচক্ষে নেহারি যবে কুতূহলী প্রায়,
বিধাতা উদ্দেশ করি বিশ্বকর্ম্মা ক্রমে
তিলোত্তমা প্রতি তবে ভাষিলা যতনে:
"হের, বাছা! ইনি ধাতা আদ্য পিতা তব,
নমি পদে লভ বর উদ্দেশ্য সাধনে।"

বিশ্বকর্ম্মা বাক্যে ব্রহ্মপদে তিলোত্তমা
নিবেদিলা নত শিরে ধ্বনিয়া সুস্বরে :—
"নমি পদে আশীর্ব্বাদ কর মোরে ধাতা,
সফল জনম মম হোক তব বরে।
বিশ্বকর্ম্মা তাত মুখে শুনেছি শ্রবণে
তব কার্য্য তরে নাকি জনম আমার,
আশীর্ব্বাদ কর তেই তব কার্য্য সাধি
তুষি তোমা লভি বর সফল জনমে।"
উত্তরিলা ধাতা হেন তিলোত্তমা বাক্যে :
"উদ্দেশ্য সাধিকা, বাছা! হও মম বরে।
কিশোর বয়স একে যৌবন আগত,
পরিণয় যোগ্যা বটে হেরি তোমা এবে,
কিন্তু নাহি জানি কোথা এ হেন রতন
শোভিবে জগত মাঝে লঙ্ঘিয়া নিয়তি,
উদ্দেশ্য সাধন গুণে জন্ম তব যদি।"
পূর্ণাধার হ'তে যথা অত্যল্প আন্দোলে
মৃদুল হিল্লোল স্বতঃ পড়ে উছলিয়া,
বাক্য আন্দোলিত তথা শোকপূর্ণ হৃদে
উথলিলা তিলোত্তমা বিধি বাক্য শুনি :—
"জানি ধাতা! তেই আমি শ্বাপদ সঙ্কুল
বিশ্বকর্ম্মা গৃহে একা ছিনু এতদিন।
কিন্তু ভাবি আমি কিবা জগত কণ্টকী,
অথবা পাপিনী যাহে তব পদে বামা,
জন্মাবধি তেই মোরে শাসন এমতি!
স্বেচ্ছায় নহেত, বিধি! তব কার্য্য তরে,
সুরূপা কুরূপা যেবা তব অভিলাষে,
লভিয়া জনম হেন নিগ্রহে তোমার
থাকিতে বিধান মোরে কেমনে সম্ভবে?
দর্শনে প্রলয় বটে উদ্দেশ্য আমার।
কিন্তু ধাতা! যদি তুমি সমক্ষ বিধাতা,
আগম নির্গম যদি তব ইচ্ছাধীন,
তবে বা কেমনে হেন প্রলয় দর্শনে
বাঞ্ছিলা জনমে মম সাধিতে বাসনা?
পুনঃ বা শাসন হেন কোন্ কর্ম্ম হেতু
কর্ম্মাবদ্ধ যদি জীব শুনি তাত মুখে?
না জানি করম নাহি জানি বিধি গতি,
আসে যায় জীব দৈবে কালে বা অকালে,
ঋতুমতী ঋষভীর ঋতুর পর্য্যায়ে,
সলিল বিম্বক প্রায় উত্থান পতনে,
আসুরী আণক ক্রোড়ে প্রকৃতি পুরুষে;
দৈবযোনি ভোগ তায় কর্ম্ম হেতু যদি
কেমনে স্বভ্রষ্টে তবে কোন্ বা বিবেকে,
তথা কর্ম্মহীনা মোরে দিলা আদ্যা ভোগ?
জগতের রূপে তেই বিশ্বকর্ম্মা সৃজি
রূপেশ্বরী করি হের কি দশা করিলা—
প্রলয় নিয়তি গুণে নাহি স্থান মম।
এ হেন সুরূপা হ'তে শ্রেয়াত কুরূপা,
নতুবা নিয়তি স্বত্বে কোথা পরিত্রাণ?"
কহ মোরে কেন, ধাতা! এতেক নিদয়
যাহে হনু কর্ম্মাবদ্ধা জগত প্রলয়ে?"
তিলোত্তমা শোক বাক্যে উত্তরিলা ধাতা :-
"সত্য বটে, বাছা! তুমি নিদয় উদ্দেশ্যে
নিদয় প্রকারে হেন গঠিতা জগতে।
কিন্তু ভাবি দেখ যবে কাণক প্রশ্রয়ে
সুন্দ উপসুন্দ দোঁহে দানবের কুলে
ভোগমত্ত হ'য়ে ঘোর তপস্যায় জিনি
বাঞ্ছিলা অমর বরে ত্রিলোক ভুঞ্জিতে;
ভাবিলাম তবে বিনা ত্রিলোক মোহিনী
নারিবে রোধিতে কভু ভোগমত্ত দ্বয়ে।
তেই বিশ্বকর্ম্মা প্রতি আদেশিয়া তোমা
গঠায়েছি শুন, বাছা! এ তব কাহিনী।
কালপূর্ণ এবে, দোঁহে বহুকালাবধি
ভুঞ্জিছে জগত জিনি যতেক অমরে,
নিবেদিতে হের যারা চৌদিকে আমার।
নাহি ক্ষুণ্ণা হও, বাছা! এ হেন জনমে
ধন্য মানি লহ তব নিয়তি আপন,

রাখহ অমর বৃন্দে মোহিয়া দানব ;
সফল জনম তায় হবে তব, বাছা।"
ধাতাবাক্যে তিলোত্তমা ভাবিলা কাতরে:
"নাহিক অসাধ, ধাতা! তুষিতে তোমায়,
কিন্তু ডরি তব কার্য্যে নিয়তি প্রাধান্যে
বিফলে জীবন পাছে যায় চিরদিন।
তাহে এক কথা পুনঃ উদিছে হৃদয়ে,
না জানি কি পাপ লীলা, তুমি পুণ্যময়,
খেলিবে আমায় ল'য়ে দানবের সাথে ?
অভাগিনী আমি তাহে ক্রীড়নকা হ'য়ে
কতই সহিব ব্যথা নিয়তি প্রবোধে।
কিন্তু ধাতা! আদিভূত কর্ম্মাত্মিক বিনা,
কভু না নিয়তি যদি সম্ভবে কাহায়,
তবে বা কেমনে হেন উপায় উদ্যোগে
কর্ম্মহেতু দিলা মোরে কাণক নিয়তি ?
পুণ্যাংশজা যদি আমি তব পুণ্যাধারে ?
তাহে পুনঃ ভাবি মম কে হবে আপন,
এক দ্রব্যে একাধিকে করিলে বাসনা,
কোথায় স্থিরতা তার কহ মোরে, ধাতা ;
দর্শন প্রলয়ে মম নিয়তি যদ্যপি ?
অবশ্য নিধন, ধাতা! পণি কার্য্য সাধি,
জগত প্রলয় নয় যাহে জ্ঞান মম।
কিবা দোষে দুষ্যা আমি কহ তব পদে
যাহে মোরে দিলা হেন জনম নিদয়ে ?"
বেগ গতি স্পর্শে যথা কোমল ব্যবধা,
কঠিন অপেক্ষা হেলি করে মুক্ত পথ,
ব্রহ্ম সভা মাঝে তথা বিষ্ণুর হৃদয়
তিলোত্তমা ভাবে হেলি আরম্ভিলা তবে:-
"বৃথা কেন, ধাতা! হেন উৎপাদি সন্তান
স্বেচ্ছার ইয়ত্তা মত দেহ ক্লেশ ভার ?
নহ অজ্ঞ, তবু তোমা কহি তব বাকে
সংযোগ বিয়োগ মাত্র জগত উদ্দেশ্য,
যাহে কিবা ছার মোরা মহাবিষ্ণু যদি
সহিষ্ণুতা ভ্রষ্টে হ'য়ে পূর্ণ জনার্দ্দন,
কৃষ্ণ হর গৌরীরূপে প্রতি সর্গে ভ্রমি,
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হরময় করি স্বাংশ ক্রমে
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ে ব্যস্ত প্রকৃতি বেদনে ;
তবে বা কেমনে নাহি ত্যজ অনুযোগ
দানব প্রকৃতি তরে সহিতে স্বয়ম,
যাহে তাহে কর্ম্মাবদ্ধ না করি অযথা ?
উদ্দেশ্য সাধিতে বটে সবার জনম।
সমাণক সবে তায় সম্ভবে কেমনে ?
নহে ভাবি দেখ হেন অবলা রূপসী,
বিচলিত যাহে হেরি যতেক অমর,
যথাযোগ্য শ্রেষ্ঠ স্থান উচিত যাহায় ;
কেমনে প্রলয় ল'য়ে যাপিবে জীবন
অভাগিনী সমা জন্মি তব কার্য্য তরে ?
কিন্তু যদি একান্তই তব কার্য্যাধীনা,
বঞ্চিতা দানব প্রায় যোগ্যতা অভাবে,
প্রলয় নিয়তি গুণ কর্ম্মাত্মিক যদি,
তবে অসম্ভবা হেন পুণ্যাধারে তব,
কেননা লভিবে বাছা রূপের আদর,
হীনা প্রায় কেন রবে সহিতে প্রলয় ?
শ্রেষ্ঠস্থানে রবে সদা লভিতে নিয়তি।"
ভার অবনত শাখা ধারণে যেমতি
লভয়ে ঈপ্সিত ফল বিনা আরোহনে,
রজঃ অবনত হৃদ আশ্রয়ে তেমতি
বিষ্ণু বাক্যে বিশ্বকর্ম্মা কহিলা অভয়ে:—
"ধন্য মানি, বিষ্ণু! তব শুনি হেন বাণী।
নহে কিবা দোষে দোষী তিলোত্তমা মম,
সন্তান অধিক যায় পালি এতদিন,
যৌবন উদয়ে যার মোহিত জগত ;
কেমনে বৃথায় হেন রূপের বাছায়
প্রলয়ে যাপিতে আয়ুঃ তেয়াগিব এবে ?
দর্শনে প্রলয় গুণে জন্ম সত্য বটে,
শ্বাপদ সন্তান মাঝে রেখেছিনু যায়,

একচেষ্ট সমাকাঙ্খী প্রতিদ্বন্দ্বী বিনা
প্রলয় নিয়তি তার কভু কি সম্ভবে ?
কার্য্য সাধি যোগ্য বরে উচিত অর্পিতে'
বিশ্বকর্ম্মা বাক্যে হেন উত্তরিলা বিধি :—
"কেবা হেন যোগ্যবর প্রতিদ্বন্দ্বী হীন
প্রলয় নিয়তি ব্যর্থ সদা যার কাছে,
এ কাদরে রবে যথা তিলোত্তমা হেন ?'
উত্তরে ভাষিলা বিষ্ণু বিধাতা জিজ্ঞাসে :
"কেবা শ্রেষ্ঠ রবি'হ'তে জিনিতে তাহায়
যাহে নাহি যোগ্য রবি তিলোত্তমা তরে ?
সহস্রকর যোগ্যা হেন অসেচনকা।"
বিষ্ণু বাক্য অবসান না হ'তে মহেশ
ভ্রুকুটি প্রকাশি যথা কহিলা ধাতায় :—
"কেন, বিধি ! অকারণে করি বাক্যব্যয়
বিলম্বিছ নাহি শাস্তি দুর্জ্জয় দানবে ?
কি আর কহিব তোমা কহিবারে লাজ,
শুনেছ সকলি অগ্রে পুরন্দর মুখে,
তথাপি বিস্ময়ে তোমা কহি আরবার—
কভু না অদ্ভুত হেন হেরেছি জগতে,
মুমূর্ষু কঙ্কাল সম তপস্যা প্রাঙ্গণে
সুন্দ উপসুন্দ দোঁহে জিনিয়া তোমায়,
লভিবর ভোগ মত্ত বাসনা পুরিতে
আরম্ভিলা রণ কিবা দক্ষালয়ে পশি !
সাজিল নায়ক মুক, ইঙ্গিত সেনানী,
অসম্ভব রণে জিনি মোহিতে অঙ্গনা।
দক্ষালয় জিনি ক্রমে সুর পুরী আশে।
আরম্ভিতে রণ, ভয়ে যতেক অমর
ত্যজিলা অমরাবতী বিনা যুদ্ধে কিবা।
লভিলা ইন্দ্রত্ব দোঁহে, পুনঃ ভোগে মাতি
যক্ষ রক্ষ নাগ আদি গন্ধর্ব্ব আলয়
জিনিলা অঙ্গনা সনে ইঙ্গিতের বলে ;
আঁখির পলকে সব খেলিলা দানব।
তেই লাজ গণি, ধাতা ! কহিতে তোমায়'

ইঙ্গিতে এতেক শক্তি অঙ্গনা জিনিতে
মুক ব্যবহার্য্য যাহা সবাকার হের ?
রতন, বাহন আদি বেশ ভূষা যত
হরেছে অঙ্গনা সনে হের সবাকার,
বিন্ধ্যাচল কেলিস্থান করি দোঁহে এবে
স্থান ভ্রষ্ট করি সবে ভুঞ্জিছে জগত ;
অবশ্য শাস্তিতে দোহে উচিত ত্বরায়।
দেহ মম সনে তেই বিশ্ব ব্যাপী কামে,
তিলোত্তমা হ'বে তাহে চিত্ত আকর্ষণী,
কামান্ধ হইয়া যায় অবশ্য বিবাদে
লয় গত হ'বে দোঁহে তব দত্ত বরে।'
মহেশ্বর বাক্যে ধাতা রোষাবিষ্ট চিতে
ভাষিলা ফিরায়ে আঁখি দেবগণ পানে :'
"সুরলোক দুরদশা নাহি সহে আর,
অবশ্য যেমতে হোক দানব পতন।"
হেন কহি তিলোত্তমা সম্ভাষণে ধাতা
কহিলা যতন ভাবে স্নেহ প্রকাশিয়া :—
"কান্তিধর, বাছা। তব ত্যজহ বিলাপ ;
নাহি দোষ তব, মাত্র মম কার্য্য তরে
লভেছ জনম যদি, মহেশ্বর সনে
বারেক দানব স্থানে যাহ, বাছা ! তুমি।
সহযোগী হবে তায় বিশ্বব্যাপী কাম
জিনিতে দানব হৃদ সাধিতে পতন,
লভিবে অতুল্যবর মম তোষে তায়।"
উত্তরিলা তিলোত্তমা বিধিবাক্যে হেন :—
"পরাঙ্মুখা নহি, ধাতা। তবজ্ঞা পালিতে
কিন্তু ভাবি পাছে মম এ হেন গমনে,
কলঙ্কিনী অপবাদে ন্যাহি মিলি বর
বিফল জনমে সহি নিদয় নিয়তি।"
তিলোত্তমা বাক্যে ধাতা কহিলা সাদরে :
"তুষ্ট আমি তোমা,বাছা। নাহি তাহে ভয়
আদেশ পালিয়া কর সফল জনম।
তবোপরে হের যত দেবতা নিচয়

নষ্টোদ্ধার তরে তার করিছে অর্পণ।"
এতেক কহিয়া কামে ভাষিলা সম্ভাষি :
"শুন, কাম! যাহ সাথে বিন্ধ্যাচলে ত্বরা
তিলোত্তমা উপলক্ষে রূপের কুহকে,
সুন্দ উপসুন্দে জিনি কামাহত করি
প্রণয় ভাঙ্গিয়া কর পতন দোঁহার।"
ব্রহ্মা বাক্যে পুলকিত মহেশ্বর তবে
কাম, তিলোত্তমা সনে স্বস্তি উচ্চারিয়া
ব্রহ্মলোক হ'তে কিবা দানব উদ্দেশে
বিন্ধ্যাচল পানে ত্বরা করিলা গমন।
ব্রহ্মাদেশে সভাভঙ্গে দেবগণ তেই
উৎসুকে হেরিতে গেলা অন্তরীক্ষ হ'তে।

পঞ্চম বিকাশ।

আদিক স্বয়ম্ভূ-সম্ভু অনাদি স্বয়ম্ভু,
ত্রিগুণা-প্রকৃতি পর, বিধির বিধাতা,
মহাবীর্য্য বিশ্বরেতা, সাত্ত্বিক অধ্যূঢ়,
প্রাকৃতিক ক্রীড়াবর্ত্তী ঋষভী পুরুষ,
সহিষ্ণুতা হ'তে ব্যস্তে প্রকৃতিস্থ হ'তে,
পরম সহিষ্ণু বর অধিমাত্র হ'য়ে,
সঙ্কুচিতে মহাবিষ্ণু আপন উদ্ধারে
প্রসবি ব্রহ্মাণ্ড যবে তিলোত্তমা সম,
দ্রব্যগত তেজঃ, রূপ একাধারে করি,
ভানু সৃজি আরম্ভিলা অণ্ড সারাৎসার ;
তেজঃ বদ্ধ সারাৎসারে স্বতঃ সিদ্ধ গুণে
অণ্ড বিদারিয়া কিবা দ্রব বিন্দুচয়
গ্রহ, উপগ্রহ, তারা, ধূমকেতু রূপে
ভানু বেড়ি শূন্য পথে ছুটিলা চৌদিকে।
স্বল্পাস্বল্প তেজোদ্ভূত তেজস্তেজা মাঝে
স্বল্প তেজা ধরা তেই ভানু প্রদক্ষিণে
পুনঃ সারাৎসারে কিবা দ্রব বিন্দু হ'তে
ধরিল ভূধর অগ্রে মর্ত্ত্যভোগ স্থান।
বাল্যচূড়া প্রায় তেই হিমালয় শিরে
বহি কতকাল ধরা যৌবন উদয়ে
বিন্ধ্যাচল বক্ষে কিবা করিলা ধারণ,
শোভিলা নবীন কুচে তিলোত্তমা যথা।
সুন্দ উপসুন্দ তবে বুঝিয়া সময়,
হিমালয় ত্যজি নব পয়োধর সাথে
ধরাবক্ষ বিন্ধ্যাচলে ভুঞ্জিতে যৌবন।
নাগ কন্যা দেবকন্যা, অপ্সরা, কিন্নরী,
বিবিধা সুন্দরী বেড়ি ভোগমত্ত দ্বয়ে ;
ইঙ্গিত নায়ক মূক প্রহরী সতত
রাখিতে ত্রৈলোক্য ভোগ আবদ্ধ ধরায়।
বিরাজিত তরু রাজি বন উপবনে,
ফল ফুলে অবনত নাসিকা রঞ্জন
আস্বাদনে তৃপ্ত যায় করে কলেবর ;
নব জলধর তাহে নব বক্ষ পেয়ে
মিশিয়া সাজায় কিবা শ্বেত আবরণে,
উত্তেজিতে মত্তহৃদ ভোগ বাসনায়।
হেন রূপে মর্ত্ত্য সুখে যাপি কত দিন
সুন্দ উপসুন্দ যবে রমণী বিহ্বল,
ইঙ্গিত নায়ক মূক নিবেদিলা সুন্দে :—
"অপূর্ণ বাসনা কিবা আছে তব প্রভু,
যাহে নাহি মূক যোগ্য লভিবারে যশ?",
উত্তরিলা সুন্দ শুনি মূক ভাষ হেন :—
"সত্য বটে, মূক! তব প্রভু ভক্তি গুণে
অভিতাপ নাহি মম রমণী সম্ভোগে,
কিন্তু তৃপ্ত নবাস্বাদে রসনা যেমতি
ব্যাকুল তেমতি হিয়া নব আস্বাদনে,
লভিতে রমণী নিত্য নব নব দলে।"
সুন্দ বাক্যে মূক তবে কহিলা কাতরেঃ—
"কিবা দোষ ইথে মম কহ, প্রভু! মোরে?
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল জিনিয়া দোঁহায়
যথেচ্ছা ভুঞ্জিতে দিনু রমণী রতন,
একে একে সবাকারে ভুঞ্জি অবশেষ
না রাখিলা কায় যার আছয়ে নবতা।

চরাচরে তেই আর কে হেন ললনা
যাহে ব্যর্থ মুক, প্রভু! তব সেবা তরে?"
আরম্ভিলা উপসুন্দ শুনি মুক ভাষ:—
"কিবা কহ, মুক! তুমি শুনি হাসি পায়।
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতলে কি হেন জিনিলে
যাহে ভুঞ্জি মিটিবারে পারে দোঁহা আশ?
নেত্রে না কুলায় গণি কিবা ভুঞ্জা তায়,
তাহে যদি দুইজন কি তায় গরিমা?
একেশ্বর হ'য়ে হেন ভুঞ্জিলে জগত
তথাপি বাসনা হৃদে রহে নিরন্তর।
কি বাখান তেই তব রমণী মিলনে?
ভোগ মত্ত হ'য়ে দোঁহে ব্রহ্ম তপস্যায়
কাটাইনু বৃথা কাল রমণী উদ্দেশে,
কোথায় রমণী হায় রণ মাত্র সার
জিনিতে ত্রিলোক বৃথা সঞ্চিতে রমণী।"
উপসুন্দ ভাষে মুক কহিলা বিষাদে:—
"অপরাধ নাহি গণ, প্রভু! তাহে মম।
উদ্দেশ্য সাধক আমি ইঙ্গিত সেনানী
জিনিতে রমণী হৃদ আদেশে দোঁহার,
তাহে যদি অপারক হই কভু, প্রভু,
তবে দোষারোপ মোরে অবশ্য সম্ভবে?
কিন্তু কোন গুণে আমি কহ তাহে হীন।
কিবা নাহি খেলে আঁখি বক্র দৃষ্টি পথে,
অথবা পলকে তাহে আহ্বান মোদনে?
কিম্বা ভুরু যুগ উঠি কুঞ্চিত ললাটে
কুশল জিজ্ঞাসে কিবা না খেলে নয়নে?
অথবা হেলিয়া শির মৃদু স্মিত মুখে
বুঝিতে বুঝাতে ব্যর্থ কভু কি সম্মতি?
সুবেশ বিন্যাস তাহে বিলাস ব্যঞ্জক
শ্রম সার করে কিবা আশা পথ চাহি?
প্রাণে প্রাণে ভাল বাসা নয়নে নয়ন
কাড়ি ল'তে ক্লান্ত কিবা পতি অঙ্ক হ'তে?
অব্যর্থ ইঙ্গিত সেনা নায়ক এ মুক,
কিবা দোষে দোষী তবে কহ দোঁহা পদে।
ভুঞ্জায়েছি যদি, প্রভু! ত্রৈলোক্য সম্ভোগ?
উত্তরিলা উপসুন্দ মুক ভাষে হেন:—
"কি বাখান যাহে নাহি ভুঞ্জি একেশ্বর,
নিত্য নব্যা তাহে যদি না মিলে তোমায়?
চির দিন এক মত্ত এক আলিঙ্গনে,
সম রসালাপে চিত্ত কত রহে আর?
বৃথা ক্লেশ গণি তেই ব্রহ্ম তপস্যায়,
ইঙ্গিত নায়ক মুক লাভ মাত্র যদি
উরুভোগ ভ্রাতা সনে সমাংশে ভুঞ্জিতে।
ধিক তেই তোমা, মুক! প্রশংসায় তব।"
উত্তরিলা মুক হেন দানব বচনে:—
"বৃথা নিন্দ আর মোরে দানব ঈশ্বর
না জানি প্রকৃতি ধর্ম্মে দুষি অকারণে।
কিন্তু না দানবে দোষ, নহি দোষী আমি,
নূতনে প্রয়াস নিত্য প্রকৃতি ধরম।
কেবা রোধে, হও, প্রভু! দানবেন্দ্র বলী,
অথবা সহিষ্ণুবর মহাবিষ্ণু কিবা,
প্রকৃতি ধরমে যাহা আবর্ত্তে সবায়?
ভাঙ্গি গড়ি পুনঃ পুনঃ কতই সৃজনে
অস্থির করিছে বিশ্ব নবাশে প্রকৃতি।
নহে ভাবি দেখ যিনি অনাদি স্বয়ম্ভু,
সবাকার সম্ভূ মহা ঈশ্বর অধ্যূঢ়,
প্রকৃতি আবর্ত্তে ধরি তৃতীয় প্রকৃতি
নারিলা স্থিরিতে তবু পুনঃ আবর্ত্তনে
জন্ম দিলা বিশ্বে কত মহাবিষ্ণু হ'য়ে;
তবে বা কেমনে হেলি প্রকৃতির গতি
সম্ভবে দানবে, প্রভু! থাকিতে স্থেয়ান,
অসমর্থ মহাবক্ষে মহাবিষ্ণু যদি
জড়িত আলিঙ্গে হন প্রকৃতি পুরুষ?
তেই বা দানবে ক্লান্তি সম্ভবে কেমনে
নিত্য নব উরু যদি নাহি মিলে আর?
তাহে কিন্তু অপযশ নাহি মম, প্রভু।"
মুক বাক্যে উত্তরিলা দানব বিরাগে:—
"কিবা যশঃ তোমা যথা নাহি নব্যা মিলে

রাখিতে দানব ধর্ম্ম তুষিতে প্রকৃতি?
বিনা নব উরু বশী হয় চিত কার?
উচিত তুষিতে, মুক! নব্যা উপহারে,
একেশ্বর ভুঞ্জি সাধ বাখানি তোমায়।”
উপসুন্দ বাক্য সাঙ্গ নাহি হ'তে তথা
উরুবশী উচ্চারণ শুনি সকাতরে,
বিষাদ অনুগা সমা পশি দোঁহা আগে
ভাষিলা উর্ব্বশী খেদি স্বর্গ-বিদ্যাধরী :—
“অনুগ্রহ কিবা এবে স্মরিতে আমায়?
জিনিলা অমরাবতী মুক রণে যবে
তোমা দোঁহে সপি প্রাণ ভুলিনু জগত,
তদবধি সদা সাথে তুষিতে দোঁহায়;
তবু কেন মম প্রতি হেন অবসাদ?
মিটিয়াছে সাধ কিবা উর্ব্বশী সম্ভোগ?”
পতিত ভঙ্গুর যথা আঘাতে আঘাতে
বিদরি বিভক্ত হয় আপন স্বভাবে,
সমভোগ ক্লান্ত তথা বীতকাম সুন্দ
উর্ব্বশীর বাক্যাঘাতে বিদরি ভাষিলা :—
“কতেকে তুষিতে সাধ একমাত্র হৃদে,
যাহে তুমি গরবিনী, উর্ব্বশী! এতেক?
জীব মাত্রে একহৃদ তাহাও ভঙ্গুর,
কেমনে তুষিবে তাহে একাধিক জনে?
তিলমাত্র অবসাদে পতন যাহার?
বৃথা বাক্য ব্যয়ে কেন প্রকাশি ছলনা
ভঙ্গুর হৃদয় ভাঙ্গ স্বভাব সুলভে?
এক মুগ্ধ নহে কভু ভোগমত্ত হিয়া।”
সুন্দ বাক্যে সবিস্ময়ে ভাষিলা উর্ব্বশী :—
“কিবা অনুচিত হেন কহ প্রিয়তম!
স্বর কন্যা অগ্রগণ্যা উর্ব্বশী সুন্দরী;
মোহিত জগত যার রূপের শোভায়
ধেয়ায় লভিতে যথা গোলোক প্রতিমা,
হেন রূপ ল'য়ে তব উরু তলে পড়ি
সেবিতে অক্লান্তা যদি মরত বিহারে,
তেয়াগি অমরাবতী দেব ভোগস্থান;
তথাপি কেমনে কহ ছলনা আমার,
একাধিক জন মন রাখি বাক্য তোষে,
প্রকাশি স্বভাব ভাঙ্গি ভঙ্গুর হৃদয়,
বহু মুগ্ধা ভ্রষ্টা সমা দানব সেবায়,
নাহি জানি অন্যে কিন্তু তোমা দোঁহা বিনা?
উত্তরিলা সুন্দ হেন উর্ব্বশী বচনে :—
“কারে হেন কহ নাহি বুঝি বহু প্রিয়!”
হৃদয় রঞ্জন তব কে আছে এমন
যারে বিনা এ জগতে না জান কাহায়?”
স্বর কন্যা অগ্রগণ্যে কি তব বাখান?
নহে ভাবি দেখ মনে ত্রিলোক ভিতরে,
কে হেন রমণী যেই পতি বাসনায়
না ভজিলা মোরে হ'য়ে দানব কিঙ্করী?
তাহে কিবা রূপে তব বাখান এতেক,
নিত্য নব্যা নহ যদি নিত্য নব রূপে
গোলোক প্রতিমা সমা ধেয়াতে জগত?
স্বরকন্যা অগ্র গণ্যা বৃথা তেই তুলি
বাড়াও গরিমা কিবা এক মুগ্ধ ভাবি,
ভুঞ্জিয়াছি কত মত তব সমা যদি?
নিত্য নব্যা নহে যেই কি তাহে গরিমা,
পুনঃ যদি পারে দোঁহা তুষিতে অদ্যাপি
ধন্য মানি তব হেন জাতীয় কৌশলে
রুচি প্রিয় ভাষে মাত্র ভুলাতে নায়কে।”
সুন্দ পরিভাষে হেন নায়ক চমকি
নিবেদিলা সকাতরে বিস্ময় জিজ্ঞাসে :—
“কিবা অপরাধী মুক ইঙ্গিত নায়ক
যাহে নাহি তৃপ্ত, প্রভু! উর্ব্বশী প্রণয়ে?
সুর পুর হ'তে জিনি ইঙ্গিত প্রয়োগে
সমোল্লাসে যত্নে তোমা দিয়াছি সেবিতে,
রূপ গুণ নাহি বুঝি সেবা তরে আমি
যারে হেরি তবোদ্দেশে সুরূপা গণিয়া
সমাদরে লব্ধ তোমা দিই উপহার,
অন্ধ প্রায় সাধি যথা ইন্দ্রিয় সেবক;
তথাপি কেমনে দোষী রুচি অন্যথায়

জিনিবারে স্বর্গ-প্রিয়া উর্ব্বশী সাকারা,
যোগাইতে নিত্য নব্যা ভার যদি মোরে?"
মুক ভাষে উপহাসে উচ্চারলা সুন্দ :—
"কেবা নব্যা কিবা কহ,মুক! তুমি মোরে?"
রূপ মুগ্ধ ভাবি যেই প্রকাশে কুহক
কোথায় গরিমা তার, কে করে আদর?
কুহকিনী বিনা কোথা ভুলাই তে সাধ?
নায়ক নয়নে মাত্র রূপের প্রতিমা।"
এতেক উর্ব্বশী শুনি ভাষিলা কাতরে :—
"এই কিবা হেরি তব দানব ধরম!
স্বেচ্ছায় না ত্যজি স্বর্গ ইঙ্গিত সংগ্রামে
পরাভূতা, তেই তোমা দোঁহার উপাসি
জীবন যৌবন সপি করেছি প্রণয়।
অনাদৃতা কুহকিনী কিসে হনু ইথে?
ভোগমত্ত ভুঞ্জি কিবা দুষে হেন রীতে?
কিন্তু সেবা হোক মোরে ঘৃণিলে যেমতি
ভোগ অবসাদে বীত কামেশ্বর হ'য়ে,
ত্যজি স্বর সেব্যা হেন উর্ব্বশী ললনা;
অবশ্য অবশ্য তবে দোঁহার গরব
টুটিবে টুটিবে গণি নব্যা আয়োজনে।"
হেন বাক যবে তথা বুঝিয়া সময়
ঈর্ষানলে জলি এক কুরূপা রমণী,
ধূম্রবর্ণা উর্দ্ধ নক্রা বিকট দশনা
অন্ধনেত্রা মুকলব্ধা ইঙ্গিত সমরে
বিজিতা সাকারা যথা প্রেমান্ধ মোহিনী,
দানবাগ্রে পশি কিবা ভাষিলা দরপে :—
"সত্য কিবা ব্যবহার নেহারি দানবে?
প্রেমান্ধ মোহিনী আমি সাকারা রূপসী,
মম রূপে ভুলি তেই প্রেয়সী নির্ব্বাচি,
আনি মোরে ত্যজি দূরে উর্ব্বশীর সনে
প্রেমালাপে হেন যদি অনাদরে মম,
কি আর কহিব তবে তোমা দোহা বিনা
অন্যকারে জানি যদি সেবিতে যতনে,
অবশ্য সহিব তায় দানব লাঞ্ছনা,
নতুবা টুটিবে গর্ব্ব নব্যা ভোগে দোঁহে।"
পূর্ণোদর ক্লান্ত যথা গ্রহণস্পৃহায়
উগারি বিরক্তি মুখে প্রকাশে বিরতি,
ভোগ ক্লান্ত তথা সুন্দ উপসুন্দ তরে
রমণী বিরক্তি মুক উগারিলা ভাষে :—
"কি লাগি,উর্ব্বশি কিম্বা প্রেমান্ধ মোহিনি,
ইঙ্গিত সমরে তুষি প্রকাশ কুহক?
সত্য লয়ে কেবা হেন এক পরায়ণা,
যার কাছে ব্যর্থ এবে মুক পরাক্রম?
সাধ্বী কি বিচলে কভু ইঙ্গিত হিল্লোলে?
দৃঢ়াচল সম হেলে নায়ক বাখান।
কিন্তু কুহকিনী সমা কাতরা যদ্যপি
মজাইতে দানবের ক্ষণ মুগ্ধ মন,
তবে ইহ যুগে আর কি তায় বুঝিবে,
দৈত্য ভোগ্য বিশ্ব এবে তেই যুগান্তরে,
বুঝিবে শকতি কিবা প্রকৃত প্রণয়ে,
বিফলে কুহক কত দাম্পত্য আবেগ।"
হেন বাক্যালাপে যবে দানব সভায়,
বিন্ধ্যাচলাসনে বসি অভ্ররাশি তলে,
সুন্দ উপসুন্দ আর যত অনুচর
কন্দর শোভায় কিবা মর্ত্ত্য সুখ ভোগে;
সহসা মলয়ানিল ভেদি অভ্ররাশি
বিগলিত প্রস্রবণে ঢলিয়া বহিল।
পল্লবিত হ'ল তরু, শোভিল মুকুল,
হেলিয়া পড়িল কোথা পুষ্প গুচ্ছ ভারে,
ছুটিল সৌরভ কিবা গন্ধ বহ ল'য়ে,
ঝঙ্কারিল অলিকুল, পিকতার তায়,
ঘোষিল বসন্তাগম ফাটায়ে গগন।
ধ্বনিল কন্দরাকর, ধ্বনিল ইন্দ্রিয়,
টলিল আসন, অঙ্গ সিহরি উঠিল,
বিস্ময়ে দানব সুন্দ জিজ্ঞাসিল মুকে :—
"একি, মুক! হেরি আজি প্রকৃতি ব্যত্যয়!
ধ্বনিছে শ্রবণে যেন অলির ঝঙ্কার,
পিকতার সনে তায় প্রপাত কল্লোল!

পশিছে সুগন্ধ নক্রে স্নিগ্ধ সমীরণে,
জানাইছে সমাগম বসন্ত ধরায়!
গগন তুষার হীন নাহি মেঘমালা
অভ্রদেহে শুভ্রকান্তি তিমির জড়িত,
ঝরিছে প্রপাত সনে, হাসিছে প্রকৃতি
আলোকিত করি কিবা কন্দর অচল!
অমঙ্গল গণি হেন অকাল বসন্তে।
জ্ঞাতি বৈরী কামে বুঝি অভ্যুদয় এবে?"
উত্তরিলা মুক হেন সুন্দ ভাষ শুনি :—
"সত্য বটে, প্রভু! বিনা কাম অভ্যুদয়
বিচলিত নাহি জীব হয় কদাচন,
কিন্তু মম পরাক্রম সনে তুলনায়,
ভুঞ্জায়েছি যাহে দোঁহে ত্রৈলোক্য সম্ভোগ
বীত কাম নব্যাস্পৃহী অদ্যাপি যাহায়;
কি করিতে পারে কাম সম ভোগ ল'য়ে,
নব্যাহীন বিশ্ব যদি, তোমা দোঁহা কাছে?
অবশ্য গরব তার টুটিবে, দানব।"
মুকুরে ভঙ্গিমা যথা ফলয়ে আপনি
মুক বাক্য উপসুন্দে ফলিল বচনে :—
"জ্ঞাতি বৈরী কাম হেন করয়ে বাসনা?
নরামর ত্রাস সদা সুন্দ উপসুন্দ,
ভোগক্লান্ত বীত কাম বিশ্ব ভুঞ্জি যারা,
কেমনে অবোধ কাম হেলি দৈত্যে হেন,
অগ্রসরি অলি পিক সেনা দলে দলে,
মলয় সারথি সনে অচল বেষ্টনে,
সমভোগ ল'য়ে সাধ সাধিতে বৈরিতা?
অবশ্য নিধন তার মম দোঁহা করে।
নহে বুঝি জ্ঞাত দুষ্ট দানব প্রতাপ,
মুক পরাক্রম কিম্বা অব্যর্থ সন্ধান?
জিনি যায় অবহেলে ইঙ্গিত সমরে
দেখাব বীরত্ব মম প্রতিফল দানে।
শুন, মুক! সাজ ত্বরা প্রচার আদেশ,
সাজুক ইঙ্গিত সেনা কাম পরাজিতে,
নিষ্কাম করিব বিশ্ব আজিকার রণে।"

উপসুন্দ দর্পে হেন প্রেমান্ধ মোহিনী
সভয় রহস্যে তবে ভাষিলা নিন্দিতে :—
"বীত কামে কাম কোথা, দানব ঈশ্বর,
যাহে হেন দর্প আজি শুনি অসম্ভব?
কতেক রমণী যাহে সেবিতে ধরায়,
বীত কাম লাগি যারা হতাদরে এবে
কি কহিবে বল হেন শুনিলে বারতা
দানবে সঞ্চার কাম সম ভোগ আশে?
হাসিবে জগত, যত হাসিবে রমণী,
কহিবে দানবে নাহি পুরাতন আঁটে
নিত্য নব্যা খুঁজে মাত্র কাম হত জ্ঞানে;
কাম সেব্য বলি দোঁহে নিন্দিবে সবায়।
সত্য কি না কহ লো জিজ্ঞাসি, উর্ব্বশি।"
ভাষিলা উর্ব্বশী হেন জিজ্ঞাস সাভ্যন্তেঃ—
"কি আর কহিব আমি বিনা ভোগবান
কে বুঝিবে নামে মাত্র ভোগ্যা যদি মোরা
কিন্তু সহি যেই দুঃখ দানবে ভজিয়া
সহে যেন ত্বরা তায় কাম করে দোঁহে।"
উর্ব্বশীর বাক্য সাঙ্গ না হ'তে সহসা,
ধ্বনিল সুস্বর কিবা অদূর প্রাঙ্গণে,
সুধাধারে বরিষণে মাতায়ে চৌদিক :—
"কারে মন সমর্পণ করি বল আর।
সমাদরে ফুল্লান্তরে ল'বে কেবা ভার।
তুষিবে চিত্ত মম, রহিবে দাস সম,
ঘুচিবে বৃথা ভ্রম, খুঁজি সুখ সংসার।
প্রিয়তম সদা ক্ষম কে হেন আমার?
যৌবন দান করি, যতনে হৃদে ধরি,
প্রণয় সহচরী, হব লো সদা তার।
গা'ব বরি প্রাণ ভরি সে সুখ অপার,
পূর্ণ আশা ভালবাসা হ'বে দোঁহাকার।"
বামাকণ্ঠ সমুত্থিত সুধাস্বর সনে
কার্ম্মুক নিঃসৃতা যথা ফুলশরময়ী
রূপেশ্বরী তিলোত্তমা গজেন্দ্র গমনে
কন্দরে পশিলা কিবা রূপের আভায়।

মোহিল দানব হিয়া, চমকিলা সবে,
জর্জ্জরিল অঙ্গ হেন অনঙ্গ সন্ধানে।
ভুলিল নয়ন তায় খেলিল চপলা
ধূর্ত্তী জিনি রূপে যথা ধাঁধিতে দানব।
সবিস্ময়ে মুখ পানে চাহি যবে সবে,
আরম্ভিলা তিলোত্তমা রঙ্গঃ বেশে মাতিঃ-
"বিস্মিত না হও হেরি দানব আমায়।
বহুদিন হ'তে ভ্রমি পতি আশে আমি
নাহি লভি যোগ্যবর বিন্ধ্যাচলে তেই
বহু আশে উপনীতা দানব সভায়।
কিন্তু এতদিন তবু আছিনু কুশলে,
মনে নাহি ধরি কায় যথেচ্ছ ভ্রমণে;
অবশেষে কিবা এবে ঘটিল প্রমাদ,
না পারি ফিরাতে আঁখি রূপরাশি হ'তে।
অস্থির হৃদয় হের শিথিল এ বপু
কাঁপিছে সঘনে হের ধর আসি মোরে,
দানবে মোহিতা আমি পূর আশ মম!"
এতেক কহিয়া যেই ত্রিলোক মোহিনী
মোহিলা দানব হৃদ হানিয়া নয়ন,
নারিলা রহিতে আর দানব দুর্জ্জয়।
দূরে গেল ভোগ ক্লম, উপজিল কাম,
আসন হইতে সুন্দ উঠিলা আমনি,
ধরিলা ত্বরিত সব্য তিলোত্তমা কর।
সিদ্ধকামা তিলোত্তমা বুঝিয়া সময়
ভাবিলা বিনিন্দি অলি গুঞ্জর সুস্বনঃ—
"গ্রহনিছ নাহি কেন একাধিক পাণি?
সযতনে লহ, সখা! পাণিদ্বয় মম।"
শীকার সম্মুখাগত নেহারি শার্দ্দূল,
অংশ সাধ ত্যজি যথা লভিতে স্বয়ম
আস্ফালনে উল্লম্ফনে ধরয়ে শীকার,
তিলোত্তমা বাক্যমত্ত উপসুন্দ তথা,
আসন হইতে লম্ফে.বাম হস্ত ধরি
উত্তরিলা সযতনে তিলোত্তমা প্রতি:—

"প্রেমিক বিনা কি জানে প্রেমের মরম?
এস, প্রিয়ে! মম অঙ্কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠা করি
মিশায়ে হৃদয়ে হৃদ করিব প্রণয়।
রয়েছে রমণী কত কিন্তু তোমা বিনা
অন্য কারে নাহি স্থান দিব এ হৃদয়ে।
প্রাণেশ্বরী রবে মম যাবত জীবন।
তুষিব সেবক মম চিরদিন তোমা,
শোভিবে অঙ্কেতে যথা অঙ্কের ভূষণ।"
উপসুন্দ বাক্যে হেন সলাজ প্রকোপে
জ্যৈষ্ঠ্য অভিমানে সুন্দ ভাষিলা সদর্পেঃ—
"কিবা হেন আচরণ, উপসুন্দ! তব?
জ্যেষ্ঠ আমি তব অগ্রে লভেছি রমণী,
ভার্য্যা বোধে পাণি যার করেছি গ্রহণ,
কেমনে কনিষ্ঠ হ'য়ে মম ভার্য্যা পাণি
করিলা গ্রহণ পুনঃ প্রকাশিলা কাম?
ছাড় পাণি মম ভার্য্যা তবার্য্যা গণিকা,
কনিষ্ঠ হইয়া গুর্ব্বী হরিবে কেমনে?
ছাড় নহে দিব ফল সমুচিত যেবা।
কামাতুর হয়ে সাধ জিনিবারে কাম?"
উত্তরিলা উপসুন্দ অবজ্ঞা বচনে:—
"কোন গুণে সাজে তোমা রমণীরতন?
না জান প্রণয় নাহি জান রসালাপ,
অবলম্ব মূক মাত্র ভরসা তোমার,
কভু বীতকাম কভু ঝঙ্কার উন্মত্ত,
মূক জয় পরাজয়ে বুঝি অনুক্রম।
তব হ'তে শ্রেষ্ঠ মোরে গণি শতবার।
নহে ভুঞ্জি বিশ্বভরা রমণী এতেক
নারিলা তুষিতে এবে আলিঙ্গন দানে?
তেই কহি ছাড় পাণি রাখ নিজ মান,
মম প্রেমা বদ্ধা ভার্য্যা হয়েছে ললনা।
হেরহ চৌদিকে তব কতেক যুবতী,
ভ্রাতৃবধূ তবে কেন এতেক থাকিতে?
তব হ'তে কামাতুর কে আছে জগতে

সমুচিত শাস্তি তরে কহ যায় নিজে ?"
উপসুন্দ বাক্যে সুন্দ কহিলা সরোষে :—
হেন স্পর্দ্ধা মমকাছে উপসুন্দ তব ?
নাহি জান জ্যেষ্ঠ আমি জগত আমার,
কনিষ্ঠ বামনে বাঞ্ছা চন্দ্রিমা ধরিতে,
উলটিতে পারি ধরা তব সনে যদি ?
মুকের ভরসা তুমি কি কহ আমায় ?
নাহি গ্রাহ্য করি তায়, মম পরাক্রম,
তব হ'তে কিবা স্বল্প যাহে হীন আমি
সহিবারে বাক্য যথা মেঘ মুক্ত রবি ?"
উত্তরিলা উপসুন্দ সদর্প আস্ফোটে :—
"কিবা কাজ সহি হেন থাকিতে শকতি ?
সাধ্য স্বত্বে কেবা কোথা হয় অবনত ?
তেই তোমা কহি শুন জানিও নিশ্চয়,
চিরদিন অংশ ভোগে বিতৃষ্ণ যদ্যপি
একেশ্বর এ সুন্দরী বিনা না ভুঞ্জিব।"
এতেক কহিয়া যবে উপসুন্দ বলে
তিলোত্তমা মুক্তি তরে ধরিলেক সুন্দে,
মোহিয়া অপাঙ্গে দোঁহে তিলোত্তমা তবে
ভঙ্গিমা প্রকাশি হ'ল কন্দর বাহির।
কভু ভীতি, কভু মান, কভু অনুরাগে
ফিরি ঘুরি পদে পদে অগ্রসর সনে
চলি যায় তিলোত্তমা কহিতে কহিতে :—
"যতন নহিলে কোথা সম্ভবে রতন
মানে না প্রবোধ মনে বৃথা আকিঞ্চন।"
নেহারি দানবদ্বয় মুক প্রতি ত্বরা
আদেশিলা লভিবারে রমণী রতনে।
কিন্তু কেবা শুনে কথা দোঁহা দ্বন্দ্ব হেরি
চারিদিক হ'তে আসি রমণী নিচয়,
লজ্জা দিলা তিলোত্তমা লাঞ্ছনা উত্তেজি।
তেই লাজে পুনঃ পুনঃ দানব আদেশে
উত্তরিলা মুক দোঁহে বিনম্র বচনে :—
"শুনিব কাহায় যদি দোঁহা মতি ভিন ?
জিনিয়া একের তরে অন্যের বিরাগে
দ্বিখণ্ডিত তনু কিবা সম্ভবে দানবে ?
কিবা কাজ প্রেমে হেন নিধন যাহায়।"
মুক ভাষ শুনি হেন রমণীর মাঝে,
লাজে দোঁহে তিলোত্তমা অনুগামী হ'য়ে
কন্দর বাহিরে আসি হেরিলা দানব,
পুষ্পবৃষ্টি চারিদিকে অচল উপরে।
সম্মুখে কার্ম্মুক করে রতীপতি কাম,
মহেশ্বর পার্শ্বে কিবা আকর্ণ সন্ধানে,
অন্তরীক্ষে দেবগণ নক্ষত্র শোভায়
তিলোত্তমা সমাদরে বিরাজিছে কিবা।
হেনকালে আচম্বিতে সম্মুখ আগত
জ্ঞাতিবৈরী কাম হেরি সুন্দ উপসুন্দে,
অনিমেষ পুষ্পশরে করিলা জর্জ্জর।
মোহিত দানবদ্বয়ে তিলোত্তমা লাগি
অগ্রাগত হেরি ছলে তিলোত্তমা যবে,
আশ্রয় লইলা আসি মহেশ্বর পাশে,
আদেশিলা মহেশ্বর রতীপতি কামে :—
গৃহভেদী শর, কাম! ত্যজহ দোঁহায়।"
মহেশ্বর বাক্যে কাম গৃহভেদী শরে
যোজিতে দানব হৃদ, শিহরি অমনি
তিলোত্তমা প্রতি সুন্দ কহিলা সাদরে :—
"ভীতা কেন, প্রিয়ে! হেন তেয়াগি প্রণয় ?"
উত্তরিলা সুন্দে কাম তিলোত্তমা তরে :—
"নহে ভীতা, দোঁহে প্রেম সম্ভবে কেমনে ?
সাধ্য যার লভ জিনি সাক্ষাতে সবার।
কে কোথা সুন্দরীযোগ্য নহিলে সাহসী ?"
কামমুখ নিঃসৃত হেন অনঙ্গ সন্ধান
গৃহভেদী বাক্য বাণে জর্জ্জর হৃদয়ে,
সুন্দ উপসুন্দ দোঁহে অভিমানে জ্বলি,
যোজিলা ইঙ্গিত সেনা তিলোত্তমা তরে :
আহ্বান মোদন তেই আঁখির পলকে,
কুঞ্চিত ভ্রূযুগে কভু উত্থান পতন,

শির সঞ্চালন তাহে মৃদুমন্দ স্মিতে,
কতই বুঝিলা দোঁহে ইঙ্গিত সমরে
জিনিবারে তিলোত্তমা প্রেমপাশে বাঁধি
কিন্তু জলধরে যথা কতই মুরতি
ভাসমান পেয়ে ভাঙ্গে পবন নিঠুর,
মুক ব্যর্থে দানবের বিভ্রম তরঙ্গ
ভাঙ্গিল ভাসায়ে তথা কাম শর বেগ।
নরিলা জিনিতে তায় তিলোত্তমা হিয়া,
মাজিলা বরম দোঁহে তিলোত্তমা রূপে।
মনে মনে তেই পুনঃ বরি দোঁহে তায়,
ঈর্ষানলে জ্বলি প্রেমে একেশ্বর হ'তে
আরম্ভিয়া দ্বন্দ্ব দোঁহে জিনিতে দোঁহায়,
ভাষিলা সরোষে সুন্দ গদাঘাত সনে :—
"জ্যেষ্ঠের প্রণয়ে বাদ হইয়া কনিষ্ঠ?
দেখ তবে বধূ সাধ ঘুচাই বর্ব্বর।"
উত্তরিলা উপসুন্দ সম প্রহারণে :—
"যেবা সাধ্য কর তুমি নাহি ডরি আমি,
বরেণ্য থাকিতে সাধ না কর সুন্দরী।"
হেন মতে দোঁহে দোঁহা আঘাতি সমরে
এড়াল কামের দায় গদানত হ'য়ে,
শান্যময় হ'ল ধরা দোঁহার পতনে।
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিলা চৌদিকে,
উল্লাসিত হ'ল সবে, ধন্য ধন্য রবে
প্রসংশিলা তিলোত্তমা কার্য্য সমাধানে।
বিস্ময় সন্তোষে ব্রহ্মা আসি তবে তথা
সম্ভাষিয়া তিলোত্তমা কহিলা যতনে :—
"সন্তুষ্ট হয়েছি বাছা! তব কার্য্য হেরি,
অংশুভর্ত্তা যোগ্যা বটে, তিলোত্তমা! তুমি,
রাখিতে উচিত তথা পরিণয় দানে।
নহে হেন রূপরাশি অন্যত্র স্থাপনে
প্রলয় সম্ভব গণি, তেই তোমা, বাছা,
অংশু হস্তে সমর্পিব তব মনোমত।"
এতেক কহিতে ব্রহ্মা তিলোত্তমা তবে
ব্রহ্মপদে নমি স্বস্তি উচ্চারিতে ফুল্লে,
সস্নেহে বিধাতা ল'য়ে তিলোত্তমা সাথে
সূর্য্যলোকে গেলা ত্বরা পরিণয় দানে।
যথাযোগ্য বর কন্যা বিধিবরে মিলি
প্রশমিতা হ'ল ক্ষিতি, গেলা হিংসা ভয়,
প্রফুল্লিত হ'য়ে সবে জগতে আবার
পুণ্যময় স্বর্গ স্থান লভি দেবগণ
ধরাধামে পুণ্য পুনঃ করিলা প্রকাশ।

ইতি তিলোত্তমা ভাগে লয় প্রকরণ সমাপ্ত

তিলোত্তমা খণ্ডের প্রথমাদর্শের অস্যা-
বশ্যকীয় শোধন।

১ম পৃষ্ঠা, কল্পন, কল্পনকে। আত্মীয়তা, আত্মতা বা স্নেহ, সুখী, সুবাহু; বিমর্ষী। মর্ষী। নীবাকে, নীকাশে। করিতে, অর্থাৎ জীবন্মৃত পাগল করিতে। অত্যুক্তি হয় না। যন্মর্ম্ম সাঙ্গত্যে কোন প্রকৃতি ভেদে রুচি ভেদ প্রস্তাবে বর্ণিত যে 'পক্ষান্তরে গ্রাম্য রুচি বিশিষ্ট অশিক্ষিত ব্যক্তিরা যে কবিতা লইয়া প্রমত্ত হন, তাহাতে কল্পনা না থাকুক কর্দ্দম থাকে, এবং রস ও অলঙ্কার না থাকুক ঝাল ও ঝঙ্কার থাকে। কর্ণাট রাজ মহিষী এইরূপ কবিদিগকে কপি বলিয়া ছিলেন; বঙ্গে ইহাদিগকে কেহ কবিওয়ালা বলে এবং কেহ কবিকুলের কালিমা কিম্বা কবিকুঞ্জের কাক বলে।' ২য় পৃ, পরিতৃপ্তার্থে, পরিশুদ্ধর্থে। ৩য় পৃ, এবং তমোম্ব, এবং তত্রোক্ত তমোম্ব। সার্থকতা, বন ও সভা পর্ব্বোক্ত সার্থকতা। উদ্যোগ, উদ্যোগ, আদি। ৪র্থ পৃ, ১ম স্তম্ভ ২৭ পংক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী

তবতুল্য প্রিয় মম নাহিক ভুবনে
আমিও প্রণাম করি ভক্তের চরণে

এবং ২য়স্ত, ২৩ পংক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী

কৃষ্ণ বলেন আমার প্রতিজ্ঞা নহে স্থির

ইত্যাদি। ৫ম পৃ, ২ স্ত, ২৪ পং, ভ্রমাখ্যা ৬ষ্ঠ পৃ, ১ স্ত, ১ম হইতে ১২শ পংক্তির পরিবর্ত্তে

উতঙ্গে ডাকিয়া তবে ব্রাহ্মণী বলিল
তোমায় সমর্পি গৃহে তব গুরু গেল
কোন দ্রব্য নষ্ট যেন নহে কদাচন
ঋতু নষ্ট হয় তুমি করহ রক্ষণ
শুনিয়া বিস্ময় চিত্ত হইল উতঙ্গ
উদ্বিগ্ন বসিয়া ভাবে হৃদয় আতঙ্গ

অথবা ত্রিগুণা সাধারণ প্রকৃতির আদি পর্ব্বোক্ত কাম, সাম ও চৈতন্যদায়িনী একাগ্রতা বা সভা, শান্তি ও নারী পর্ব্বোক্ত মায়াময়তা।

শুনিয়া বচন মুনি করেন প্রবোধ ইত্যাদি
বিবাহের কালে সর্ব্বধন অপহারে ইত্যাদি

ও

শব স্বামী হতে ভদ্রা পুত্র জন্মাইল
হেন মত আছে পূর্ব্বে মুনিরা কহিল

বা

রহস্য দেখিয়া দুই সংযোগ করিল
আচম্বিতে দুই অঙ্গ একত্র হইল
উঙা উঙা করি কান্দে মুখে হস্ত ভরি
আশ্চর্য্য দেখিয়া চিত্তে ভাবে নিশাচরী

প্রকৃতি আকৃতি কৃষ্ণ আদি সনাতন
সর্ব্বভূতে আত্মরূপে আছে যেই জন
আকাশ পৃথিবী তেজ সলিল মারুত
সংসারে যতেক নর কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত

করণ কারণ তিনি আপনি ঈশ্বর
অস্ত্র দিয়া অস্ত্রবৃত্তি হরেন শ্রীধর
অস্ত্র হাতে অস্ত্র জনে সংহারে মুরারি
তাঁহার প্রপঞ্চ মায়া বুঝিতে না পারি

ও

যথায় সংযোগ তথা বিয়োগ অবশ্য
সলিল বিম্বক যেন সংসার রহস্য

ঋষভত্ব, ঋষভত্ব বা তন্নিগৃহীত মুষল পর্ব্বোক্ত আসুরিকতা। ২য়স্ত, ৩য় পংক্তির পরবর্ত্তী বা

আশীর্ব্বাদ লাভ করি চলিল রমণী
হেন কালে জলহৈতে উঠে মহমুনি
অষ্ট ঠাঁই কুজ বক্র খর্ব্ব কলেবর
পদযুগ বঙ্কিম বঙ্কিম দুই কর
শ্রবণ নাসিকা চক্ষু সব বিপরীত
অপূর্ব্ব দেখিয়া সবে হইল বিস্মিত
মুনিরূপ দেখি সবে হাসিলা মহিলা
তাহা শুনি মুনিবর কোপিয়া কহিলা
আমা দেখি উপহাস কর নারীগণ
একারণে দিব শাপ শুন সর্ব্বজন
পৃথিবীতে গিয়া সবে কৃষ্ণ পতিপাবে
এই অপরাধে সবে দৈত্য হরি লবে।

১০ম পৃ, ১স্ত, ১৫পং, শিরচ্ছেদ, শিরশ্ছেদ। ২১পৃ, ১স্ত, ৭ পং, যোগ্যতাবিহনে ২৪ পৃ, ২স্ত, ৩৩ পং ফলপত্র বিগলিত। ২৬পৃ ২স্ত, ১৬ পং, স্বভাবে ৩১ পৃ, ২ স্ত, ২৬ পং তবাজ্ঞা। বাঙ্গকাব্য কটু না হইলে ধাতা!, ধাতঃ, সুতপা!, সুতপে!, প্রভু!, প্রভো!, বিষ্ণু!, বিষ্ণো!, ইত্যাদি, অন্যথা যথা বিধি!, কটুবিধে!, বাছা!, বাছে! ইত্যাদি। প্রকৃত পক্ষে লঘু উচ্চারণই শ্রেয়।

প্রণেতা শ্রীবিহারী লাল বন্দ্যোপাধ্যায়
উত্তরপাড়া।